# পুনর্মিলনী ২০২৬







## বি. এল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
## ঢাকা শাখা



# পুনর্মিলনী ২০২৬

## সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ মাহবুবুল বাশার কচি -আহ্বায়ক
মোঃ সালাউদ্দীন খান -সদস্য
হাবিবা খানম -সদস্য

## প্রকাশনা

বি. এল কলেজ অ্যালামনাই
অ্যাসোসিয়েশন ঢাকা শাখা

## প্রচ্ছদ

স্থপতি সুমাইয়া আজমী তন্বী




## গ্রাফিক্স

মোস্তাক আরেফিন
বর্ণালী প্রিন্টিং প্রেস, সাভার

## প্রকাশকাল

৩০ অক্টোবর, ২০২৬

## মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায়

মোঃ জাহিদুল ইসলাম

বি. এল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন
ঢাকা শাখা



# আমাদের গর্ব

## বি.এল কলেজের ১০ সাবেক শিক্ষার্থী



**জনাব জহির উদ্দিন স্বপন**
সংসদ সদস্য
(১১৯ বরিশাল-১)



**জনাব রকিবুল ইসলাম বকুল**
সংসদ সদস্য
(১০১ খুলনা-৩)



**জনাব আলী আসগর লবী**
সংসদ সদস্য
(১০৩ খুলনা-৫)



**এস কে আজিজুল বারী হেলাল**
সংসদ সদস্য
(১০২ খুলনা-৪)



**বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম**
সংসদ সদস্য
(৯৩ নড়াইল-১)



**জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন**
সংসদ সদস্য
(৯১ মাগুড়া-১)



**জনাব মোঃ আতাউর রহমান**
সংসদ সদস্য
(৯৪ নড়াইল-২)



**জনাব মোঃ মোক্তার আলী**
সংসদ সদস্য
(৯০ যশোর-৬)



**শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন হেলাল**
সংসদ সদস্য
(১০০ খুলনা-২)



**জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মঞ্জু**
প্রশাসক
খুলনা সিটি কর্পোরেশন





# প্রফেসর মোহাম্মদ জাফর ইমাম

**সভাপতি**

ব্রজলাল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, খুলনা

## শুভেচ্ছা বাণী

প্রিয় বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা শাখার ভাই ও বোনেরা,
ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য এই স্মৃতিজাগানিয়া পুনর্মিলনী উপলক্ষে ব্রজলাল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, খুলনার পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ঢাকা শাখার উদ্যোগে প্রকাশিত এই স্মরণিকা আমাদের প্রিয় বি.এল. কলেজের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, সৃজনশীলতা ও অ্যালামনাই চেতনার এক সুন্দর প্রকাশ। এটি শুধু একটি প্রকাশনা নয়, আমাদের স্মৃতি, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক বন্ধনের এক মূল্যবান স্মারক।

পুনর্মিলনী কেবল অতীত স্মরণের আয়োজন নয়; এটি পুরোনো সহপাঠীদের সঙ্গে নতুন করে মিলিত হওয়া, সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার এবং আমাদের প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়বদ্ধতাকে নবায়ন করার এক অনন্য সুযোগ। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বি.এল. কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতিভা, জ্ঞান ও সামর্থ্য যদি আমরা সম্মিলিতভাবে কাজে লাগাতে পারি, তবে আমাদের এই অ্যালামনাই পরিবার সমাজ ও শিক্ষার উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, ঢাকা শাখা বিভিন্ন আয়োজন ও পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে সদস্যদের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। আশা করি, এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত হবে এবং নতুন প্রজন্মের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও আমাদের এই বন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে।

আসুন, আমরা শুধু স্মৃতির বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে আমাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্যকে প্রিয় বি.এল. কলেজ এবং সমাজের কল্যাণে কাজে লাগানোর অঙ্গীকার করি। ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার চেতনাকে ধারণ করে আমরা এগিয়ে যাই-এই হোক আমাদের সম্মিলিত প্রত্যয়।

এই স্মরণীয় পুনর্মিলনী এবং ম্যাগাজিন প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঢাকা শাখার আহ্বায়ক কমিটি, সম্পাদকীয় পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এই আয়োজন আমাদের পারস্পরিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে এবং ভবিষ্যতের পথচলায় নতুন উদ্দীপনা যোগাবে-এই প্রত্যাশা রইল।

প্রফেসর মোহাম্মদ জাফর ইমাম





# শেখ রেজানুল হক (মানিক)

মহাসচিব

ব্রজলাল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, খুলনা

## শুভেচ্ছা বাণী

১৯০২ সালে খুলনার দৌলতপুরে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী বি.এল. কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণের সংগঠন ব্রজলাল (বি.এল) কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। প্রায় পনেরো বছর ধরে সংগঠনটি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক যোগাযোগ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকা আহ্বায়ক কমিটির এই স্মরণিকা প্রকাশের মহতী উদ্যোগকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি বিশ্বাস করি, এই স্মরণীয় প্রকাশনা আমাদের অ্যালামনাই চেতনাকে আরও সুদৃঢ় ও স্থায়ী করবে এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

স্মরণিকা প্রকাশ ও পুনর্মিলনী আয়োজনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও মাইলফলক সৃষ্টিকারী সক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ঢাকা আহ্বায়ক কমিটি যে সাংগঠনিক দক্ষতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ ধরনের আয়োজন আমাদের প্রিয় বি.এল. কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্য ও অ্যালামনাইয়ের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আমি আশাবাদী।

ঢাকা আহ্বায়ক তত্ত্বাবধানে স্মরণিকা প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় পরিষদ এবং প্রিয় বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ঢাকাস্থ সকল সদস্যের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি ব্রজলাল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা শাখার সার্বিক কার্যক্রমের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। একই সঙ্গে এই সংগঠনের বন্ধন আরও দৃঢ় হোক এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে এর কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হোক -এই প্রত্যাশা রইল।

শেখ রেজানুল হক (মানিক)



# সম্পাদকীয়

ঐতিহ্যবাহী সরকারি বি.এল. কলেজ দক্ষিণ বাংলার এক অনন্য বিদ্যাপিঠ। বিগত ১২৪ বছর ধরে অগণিত ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ ও বিদেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছেন। বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও নতুন দেশ গঠনে বি.এল. কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীরা যাতে একত্রিত থাকতে পারেন, সেজন্য তাঁদের প্রাণের সংগঠন 'বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলা হয়েছে। বি.এল. কলেজে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে এই অ্যাসোসিয়েশন সর্বদা কলেজের নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্বকীয়তাকে উজ্জীবিত রাখে। বিগত ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই সংগঠনের ঢাকা শাখা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায়, বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ঢাকা শাখা আগামী ৩০ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ঢাকা সংগঠনের "পুনর্মিলনী-২০২৬" আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। কলেজে আমাদের প্রবীণ ও নবীন–সকলের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটাতে এবং এই আনন্দময় দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশিত হচ্ছে এই বিশেষ স্মরণিকা।

আমাদের এই মিলনমেলা কেবল একদিনের নয়; এর চেতনাকে সাথে নিয়ে আমরা সবাই মিলে দেশ গঠনে এগিয়ে যাবো।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, বর্তমান সময়ে আমাদের এই বিদ্যাপীঠের ১০ (দশ) জন সম্মানিত প্রাক্তনী সংসদ-সদস্য এবং মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে দেশ গড়ার কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। আমরা তাঁদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাই।

বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ঢাকা শাখা কর্তৃক আয়োজিত এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান এবং স্মারক স্মরণিকা প্রকাশ করা একটি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজ ছিল। এই মহতী আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি, যাঁরা আর্থিক অনুদান দিয়ে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞাপন প্রদান করে আমাদের সহায়তা করেছেন, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাক। এই অ্যাসোসিয়েশনের পরিচিতি ও কল্যাণকর কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র–সবার জন্য রইল নিরন্তর শুভকামনা।

ধন্যবাদান্তে,

**মোঃ মাহবুবুল বাশার কচি**
(এইচ.এস.সি ১৯৭৬)
আহ্বায়ক
প্রকাশনা ও সম্পাদনা পরিষদ
বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা শাখা । পুনর্মিলনী ২০২৬

# বি.এল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা শাখা

## অ্যাড-হক কমিটি



**জনাব মোঃ আবু আবদুল্লাহ**
আহ্বায়ক



**মোল্লা এনায়েত হোসেন ইনু**
সদস্য সচিব



**জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম**
যুগ্ম আহ্বায়ক



**জনাব মোঃ রাশেদ শামসুল করিম**
যুগ্ম আহ্বায়ক



**জনাব মোঃ সালাউদ্দীন খান**
যুগ্ম আহ্বায়ক



**জনাব মোঃ মাহবুবুল বাশার কচি**
সদস্য



**জনাব মোঃ মেহেদী হাসান**
সদস্য



**এ কে মাসুদ (এডামস)**
সদস্য



**মিসেস হাবিবা খানম**
সদস্য



**অধ্যাপক ডা. শেখ মোঃ নাজমুল হাসান**
সদস্য



# পূনর্মিলনী-২০২৬ আয়োজনে উপ-কমিটি সমূহ

## সম্পাদনা ও প্রকাশনা উপ-কমিটি

| নাম | পদবী |
|---|---|
| জনাব মাহবুবুল বাশার কচি | আহ্বায়ক |
| জনাব মোঃ সালাউদ্দীন খান | সদস্য |
| হাবিবা খানম | সদস্য |

## রেজিস্ট্রেশন উপ-কমিটি

| নাম | পদবী |
|---|---|
| জনাব রাশেদ শামসুল করিম | আহ্বায়ক |
| জনাব কিরণ চন্দ্র রায় | সদস্য |
| জনাব আজিজুর রহমান লিটু | সদস্য |

## অভ্যর্থনা উপ-কমিটি

| নাম | পদবী |
|---|---|
| জনাব শাহজাহান মিয়া সম্রাট | আহ্বায়ক |
| জনাব এস এম হারুনুর রশীদ | সদস্য |
| কাজী হাফিজুর রহমান | সদস্য |
| এডভোকেট ফাহমিদা করিম মিলি | সদস্য |

## আপ্যায়ন উপ-কমিটি

| নাম | পদবী |
|---|---|
| জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান | আহ্বায়ক |
| খন্দকার জাহাঙ্গীর কবির | সদস্য |
| শেখ মইনুদ্দিন আহমেদ | সদস্য |
| জনাব দেলোয়ার হোসেন | সদস্য |
| লে. কর্ণেল তুষার বিন ইউনুস (অবঃ) | সদস্য |
| জনাব নাইমুল আলম শিপন | সদস্য |

## ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট উপ-কমিটি

| নাম | পদবী |
|---|---|
| জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম | আহ্বায়ক |
| অধ্যাপক ডাঃ নাজমুল হাসান | সদস্য |
| জনাব মোঃ রবিউল আহসান | সদস্য |
| জনাব আনোয়ার জামান মান্নু | সদস্য |
| নওশিন ফারদিন দিবা | সদস্য |
| এস এম আজাদ হোসেন | সদস্য |

## অর্থ উপ-কমিটি

| নাম | পদবী |
|---|---|
| জনাব মোঃ মেহেদী হাসান | আহ্বায়ক |
| কাজী মোঃ ফেরদৌস | সদস্য |
| এস এম এনামুল হক | সদস্য |

## সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

| নাম | পদবী |
|---|---|
| এ.কে এডামস (কচি) | আহ্বায়ক |
| লায়লা পারভীন | সদস্য |
| শিমুল পারভীন | সদস্য |
| শেখ হাসিবুজ্জামান | সদস্য |
| এম এম রহমান ডাবলু | সদস্য |

## নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা উপ-কমিটি

| নাম | পদবী |
|---|---|
| লায়ন নুর নবী মৃধা | আহ্বায়ক |
| ক্যাপ্টেন (অবঃ) আক্তার হাসান | সদস্য |
| শেখ মিজানুর রহমান | সদস্য |
| জনাব আজাদ রহমান | সদস্য |



# সূচিপত্র


| নং. | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ০১. | আমাদের পথচলা, আমাদের প্রত্যয়ঃ সদস্য সচিবের স্মৃতিচারণ ও প্রতিবেদন<br>মোল্লা এনায়েত হোসেন ইনু | ১২-১৫ |
| ০২. | বিএল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ঢাকা লিয়াঁজো কমিটি ও ঢাকা শাখা গঠন, বিকাশ ও কার্যক্রম - মোঃ রেজওয়ানউল হক | ১৬-১৭ |
| ০৩. | A Proud Legacy, A Bright Future - Md Abu Abdullah | ১৮-২০ |
| ০৪. | বি.এল কলেজ ছাত্র সংসদ: দক্ষিণ বাংলার নেতৃত্ব বিকাশের ঐতিহাসিক পীঠস্থান<br>মোঃ কামরুল ইসলাম | ২১-২২ |
| ০৫. | অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাস- অধ্যাপক ডা. শেখ মোঃ নাজমুল হাসান | ২৩ |
| ০৬. | রেনেসাঁঃ ঢাকা শাখা- মোঃ সালাউদ্দীন খান | ২৪-২৫ |
| ০৭. | সুন্দর হে সুন্দর!- এ.কে মাসুদ (এডামস) | ২৬-২৭ |
| ০৮. | আমাদের প্রিয় প্রাঙ্গন- হাবিবা খানম | ২৯ |
| ০৯. | স্যুভেনির- নাসিমা সুলতানা | ৩০ |
| ১০. | ভুল ট্রেন: বি.এল কলেজ ষ্টেশন- শিমুল পারভীন | ৩১ |
| ১১. | তরুপল্লবে আঁকা মোর স্মৃতিডালা- ড. মোল্লা রেজাউল করিম | ৩২-৩৩ |
| ১২. | স্মৃতিতে অম্লান বি.এল কলেজ- মোঃ শাহজাহান মিয়া সম্রাট | ৩৪ |
| ১৩. | আমাদের সময় : ১৯৮২-৮৩- কিরণ চন্দ্র রায় | ৩৭ |
| ১৪. | কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Ai- মোঃ মনিরুল ইসলাম | ৩৯ |
| ১৫. | স্মৃতির সম্ভারে বি. এল কলেজ ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন- মোঃ মেহেদী হাসান | ৪০-৪১ |
| ১৬. | বি. এল কলেজ অ্যালামনাই: সনেট- শরাফত হোসেন | ৪২ |
| ১৭. | সদস্যভুক্তির আবেদন পত্র | ৪৩ |



# আমাদের পথচলা, আমাদের প্রত্যয়ঃ সদস্য সচিবের স্মৃতিচারণ ও প্রতিবেদন

**মোল্লা এনায়েত হোসেন ইনু**
সদস্য সচিব, বি.এল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা শাখা
জীবন সদস্য নং ৭৫৯

সম্মানিত সভাপতি,
ব্রজলাল কলেজের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় আজ আমাদের জন্য এক অনন্য আনন্দ ও গর্বের উপলক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাবেক নয়জন কৃতী শিক্ষার্থী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের এই গৌরবময় অর্জন নিঃসন্দেহে আমাদের প্রিয় বিএল কলেজের সুনাম, গৌরব ও মর্যাদাকে জাতীয় পরিসরে আরও সমুজ্জ্বল করেছে।
আজকের এই আনন্দঘন আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং বিএল কলেজের সাবেক ভিপি জনাব জহির উদ্দীন স্বপন, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ জনাব রকিবুল ইসলাম বকুল, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে আমাদের এই আয়োজনে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন জনাব মোহাম্মদ আলী আসগার লবী এমপি, জনাব এস. কে. আজিজুল বারী হেলাল এমপি, জনাব বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম এমপি, জনাব মনোয়ার হোসেন এমপি, জনাব মোঃ আতাউর রহমান এমপি, জনাব মোঃ মোক্তার আলী এমপি এবং জনাব শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল এমপি। একই সঙ্গে খুলনা সিটি করপোরেশনের মাননীয় প্রশাসক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মঞ্জু-র উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন আমাদের এই আয়োজনকে করেছে আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ।

প্রিয় সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী এবং সমবেত শুভানুধ্যায়ীগণ আস্সালামু আলাইকুম ও আদাব। হেমন্তের এই স্নিগ্ধ, মনোরম ও মায়াময় সকাল আপনাদের সবার প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে আজ যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। স্মৃতির অমলিন আলো, হৃদয়ের গভীর টান আর প্রিয় বিদ্যাপীঠের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমাদের এই মিলনমেলা হয়ে উঠেছে আনন্দ, আবেগ ও আত্মিক বন্ধনের এক অনন্য উৎসব।
বিএল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ঢাকা শাখার পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, উষ্ণ অভিনন্দন ও অফুরন্ত শুভকামনা।

**প্রিয় উপস্থিতি**
স্মৃতির মায়াবী পরশে আজ আমরা একত্রিত হয়েছি প্রাণের এক মিলনমেলায়। কালের খেয়া বেয়ে দিন যায়, বছর বদলায়; কিন্তু বিএল কলেজের রূপসী ক্যাম্পাস, ভৈরবের শান্ত হাওয়া আর স্মৃতির ডায়েরিতে জমে থাকা তারুণ্যের দিনগুলো কখনো পুরনো হয় না। সময়ের স্রোতে আমরা যার যার কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়লেও, আমাদের শিকড় রয়ে গেছে বিএল কলেজের সেই প্রিয় প্রাঙ্গণেই। আজ কোনো আনুষ্ঠানিকতার দেয়াল নেই; আজ শুধুই স্মৃতির সরণি বেয়ে ভরপুর তারুণ্যের সেই বাঁধভাঙা দিনগুলোতে ফিরে যাওয়ার সময়। কর্মজীবনের শত ব্যস্ততার সীমান্ত পেরিয়ে প্রবীণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর অপেক্ষাকৃত নবীনদের প্রাণোচ্ছ্বাসে মিলেমিশে আজ একাকার।
হৃদয়ের গভীর স্পন্দন আর হারানো দিনের চঞ্চলতাকে সাক্ষী রেখে সদস্য সচিব হিসেবে আজ আপনাদের সামনে "পুনর্মিলনী ২০২৬"-এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এবং কিছু স্মৃতিচারণ তুলে ধরতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। কিছুক্ষণের জন্য হলেও যদি আমরা ফিরে যেতে পারি সেই সবুজ আঙিনায়, স্মৃতির ক্যানভাসে এঁকে দিতে পারি হারানো তারুণ্যের সোনালী আলো- তবেই সার্থক হবে আমাদের এই আয়োজন।

**শুরুর কথা**
সময়টা ছিল ২০২৩ সালের ১৯ শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার। শীতের তীব্রতা কমে আসার সেই সময়ে প্রকৃতিতে বাজছিল বসন্তের আগমনী সুর। ঋতুচক্রের এমন এক চমৎকার সন্ধিক্ষণে আমার ছাত্র জীবনের অগ্রজ কামরুল ভাইয়ের একটি ফোন এলো। জানালেন, পরদিন ২০ জানুয়ারি ২০২৩, শুক্রবার বিকেল ৫টায় মোহাম্মদপুরের "প্রবর্তনাতে"- বি,এল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা শাখার একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হবে। বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য প্রাক্তনী উপস্থিত থাকবেন; আমাকেও উপস্থিত থাকার সস্নেহ নিমন্ত্রণ জানালেন।

এর আগে অ্যালামনাইয়ের কোনো কার্যক্রমের সাথে সক্রিয়ভাবে আমি যুক্ত ছিলাম না; ফলে স্বাভাবিকভাবেই মনে এক ধরনের কৌতূহল ও সুপ্ত আগ্রহ জেগে উঠল। সানন্দে রাজি হয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে প্রবীণ ও নবীন প্রাক্তনীদের সাথে পরিচিত হয়ে ভীষণ ভালো লাগলো।
সেদিনের সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব শেখ রেজানুল হক মানিক ভাইয়ের প্রাঞ্জল ও অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে



তাৎক্ষণিকভাবেই আজীবন সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। বিন্দুমাত্র দেরি না করে রাশেদ ভাই সদস্য ফরমটি এগিয়ে দিলেন। সৌভাগ্যবশত পকেটে প্রয়োজনীয় ফি থাকায় সদস্য হওয়ার বাসনাটি মুহূর্তেই পূর্ণ হলো।

চায়ের আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। কথা প্রসঙ্গে আমি প্রস্তাব করলাম- পরবর্তী সভাটি আমার কর্মস্থল হা-মীম গ্রুপের মিলনায়তনে আয়োজন করা যেতে পারে। উপস্থিত সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে সায় দিলেন।

**অগ্রযাত্রার নতুন অধ্যায়**

ঠিক পরের সপ্তাহে, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ (শুক্রবার) বিকেল ৫টায় আমার অফিসে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন স্বনামধন্য প্রাক্তনী এতে অংশ নেন। মনে হলো, ঢাকা শাখা এক নতুন উদ্যমে সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা খুঁজে পেয়েছে।

অধিক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে পরবর্তীতে পুনরায় আমার অফিসে সভা আহ্বান করা হয়। তবে সেই সভার আগে বিএল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রফেসর হারুনুর রশীদ স্যারের ঢাকাস্থ বাসভবনে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেওয়া হয় পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

পরবর্তী সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা শাখার সভাপতি, পরম শ্রদ্ধেয় জনাব মোহাম্মদ রেজওয়ানউল হক। হা-মীম গ্রুপের ট্রেনিং রুমে ১১ মার্চ ২০২৩ সালের এই আয়োজনটি পূর্বের যেকোনো সভার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবন্ত ছিল; যা মূলত এক আনন্দঘন মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল।

এখানে উলেখ্য যে, 'প্রবর্তনা'-র সভার আগেও ঢাকা শাখার একটি নতুন কমিটি গঠনের লক্ষ্যে রবীন্দ্র সরোবরসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন কমিটির সভাপতি রেজওয়ানউল হক স্যারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণও নতুনদের হাতে কমিটির দায়িত্ব হস্তান্তরে অধীর হয়ে ছিলেন। মূলত তাঁরা যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে দায়িত্ব অর্পণের জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছিলেন।

**দায়িত্ব গ্রহণের সেই মুহূর্ত**

এমন এক প্রেক্ষাপটে সভায় নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তাব তোলা হলো। উপস্থিত সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আবু আবদুল্লাহকে আহ্বায়ক করে ১০ সদস্যের একটি অ্যাডহক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তবে কামরুল ভাইয়ের প্রস্তাবে এবং কচি ভাইয়ের (এ. কে. এম. এডামস) সমর্থনে কেন যে সেদিন সদস্য সচিব হিসেবে আমার নাম সর্বসম্মতিক্রমে পাস হলো, তা আজও আমার কাছে এক পরম বিস্ময়!

আমি মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম সর্বজনগ্রাহ্য ও যোগ্য ব্যক্তি কামরুল ভাই-ই এই পদে আসীন হোন। কিন্তু কামরুল ভাইসহ সবার অনড় সিদ্ধান্ত ও অবস্থানের কারণে শেষ পর্যন্ত এই গুরুদায়িত্ব আমাকেই কাঁধে তুলে নিতে হলো। ঐদিন থেকেই মূলত আমাদের নতুন অ্যাডহক কমিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। সভায় কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মানিক ভাই এবং সাবেক অতিরিক্ত সচিব (পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ সচিব হয়েছিলেন) শেখ আব্দুর রশীদ স্যার উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো- সংগঠনকে গতিশীল করতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঢাকাস্থ প্রাক্তনীদের নিয়ে একটি বড় মাপের পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হবে। উলেখ্য, ১১ মার্চের গঠিত ১০ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা আহ্বায়ক কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হলে ৭ মে, ২০২৩ তারিখের ২৫তম কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সভায় তা অনুমোদিত হয়।

**সংগঠনের তৎপরতা ও সামাজিক আয়োজন**

প্রতি দুই মাস অন্তর একটি সভা আয়োজনের কথা থাকলেও, শুরুর দিকে আমরা প্রতিমাসেই অন্তত একটি করে বৈঠক করেছি। অ্যাডহক কমিটি অনুমোদনের পূর্বে ৭টি এবং পরবর্তীতে (ঢাকা কমিটি অনুমোদিত হওয়ার পরে) ২৭ টিরও বেশি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আমরা সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছি।

হা-মীম গ্রুপের মিলনায়তনে আমরা দুটি সফল ইফতার মাহফিলের আয়োজন করি। ২৫ মার্চ, ২০২৩ সনে অনুষ্ঠিত প্রথম ইফতার মাহফিলে বিপুল সংখ্যক প্রাক্তনী অংশ নেন। পরবর্তী বছরে ২৩ মার্চ, ২০২৪ সনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইফতার মাহফিলে লোকসমাগম ছিল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

অধিকাংশ সভা হা-মীম গ্রুপের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলেও আবু আবদুল্লাহ স্যার এবং কামরুল ভাইয়ের বাসায় একটি করে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা সম্পন্ন হয়। এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এস. মহিউদ্দিন আহমেদ মঈনের কারওয়ান বাজারস্থ ঢাকা ট্রেড সেন্টারে কার্যনির্বাহী কমিটির একটি এবং স্যুভেনির উপ-কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা শাখা এদিক থেকে অনন্য- আমাদের কোনো সভা কখনো কোরাম-সংকটে পড়েনি। বরং প্রতিটি সভাতেই তিন-চতুর্থাংশের বেশি সদস্যের সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত ছিল।

**ডিজিটাল উপস্থিতি**

যোগাযোগ সুগম ও সহজতর করতে শুরুতেই কয়েকটি ডিজিটাল মাধ্যম চালু করা হয়:

| | |
|---|---|
| ওয়েবসাইট | : www.blcollege.org |
| হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ | : BLCAA Ad-hoc committee |
| ফেসবুক পেজ | : BL College Alumni |



এগুলো এখনো সক্রিয় রয়েছে। এ. কে. এম. এডামস কচি ভাই এবং ডা: নাজমুল হাসান দক্ষতার সাথে এসব প্রযুক্তিগত বিষয়াদি দেখাশোনা করছেন।

**অর্থায়ন, স্বাবলম্বিতা ও স্বচ্ছতা**

আমাদের নিজস্ব চাঁদা আদায়ের রসিদ বই বা পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকলেও সংগঠনের কার্যক্রম অত্যন্ত সাবলীলভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। উপস্থিত সদস্যদের ঐচ্ছিক ও তাৎক্ষণিক অনুদানে স্বচ্ছতার সাথে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং তা কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়।

তবে অচিরেই আর্থিক লেনদেনের অধিকতর স্বচ্ছতার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হবে এবং সংগঠনের একটি স্থায়ী তহবিল গঠনের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে।

**সদস্য সংগ্রহ অভিযান**

কেন্দ্রীয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অনুকূলে সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা শাখার উদ্যোগে আমরা ৩৬ জনেরও বেশি প্রাক্তনীকে আজীবন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। তবে তিন হাজার টাকা ফি-এর নিচে অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে সদস্য হওয়ার বিধান না থাকায় প্রত্যাশিত সদস্য সংখ্যা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন ঢাকা কমিটির উদ্যোগে যাঁরা সদস্য হন, তাঁরাও সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটির আজীবন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। সদস্যদের জমা দেওয়া ফি-এর তিন হাজার টাকা সরাসরি কেন্দ্রীয় অ্যালামনাইয়ের সুনির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা হয় এবং তা কেন্দ্রীয় কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাবভুক্ত হয়ে যায়; ঢাকা কমিটিকে উক্ত টাকার কোনো অংশ প্রদান করা হয় না, বিধায় উক্ত টাকার হিসাব ঢাকা কমিটি রাখেও না।

আমাদের মূল লক্ষ্য দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ প্রাক্তনীদের কল্যাণে কাজ করা। যেকোনো প্রতিবন্ধকতা সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতিক্রম করা সম্ভব, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। আমরা বিশ্বাস করি- বিএল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের দরজা বি.এল কলেজের সকল প্রাক্তনীদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত আছে এবং থাকবে।

**সাম্প্রকিত সময়ে ঢাকা কমিটির উদ্যোগে নিবন্ধিত আজীবন সদস্যদের তালিকা** (তথ্য সরবরাহ করেছেন: জনাব রাশেদ শামসুল করিম)

১. মমতাজ আহমেদ (৭৮০) ২. এয়ার কমোডর মোহাম্মদ মঞ্জুর কবির ভূঁইয়া (৭৪৬) ৩. নাসরিন রাজ্জাক (৭৫৭) ৪. শালিদ ই শিরীন শারমীন (৭৫৮) ৫. মোল্লা এনায়েত হোসেন (৭৫৯) ৬. মো: মনজুরুল হক (৭৬০) ৭. সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়েজ বিন মাহফুজ (৭৬২) ৮. সিতেশ চন্দ্র বাছার (৭৬৫) ৯. ফাহমিদা করিম (৭৬৬) ১০. আকতার আহমেদ (৭৮৬) ১১. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ (৭৮৭) ১২. প্রফেসর ড. খন্দকার আহসানুল কবির (৭৮৮) ১৩. মো: আলী ইমাম খান (৭৮৯) ১৪. সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় (৭৯০) ১৫. মনিরুল আসলাম পারভেজ (৭৯৫) ১৬. মো: রিয়াজুল ইসলাম (৭৯৭) ১৭. ডিএম সফিকুল ইসলাম (৭৯৮) ১৮. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (৮০২) ১৯. মো: বেলাল উদ্দীন (৮০৩) ২০. প্রকৌশলী মো: আরিফুর রহমান (৮০৪) ২১. শংকর প্রসাদ মিত্র (৮০৫) ২২. এস এম হারুনুর রশীদ (৮০৯) ২৩. এস মহিউদ্দিন আহমেদ মইন (৮১০) ২৪. আলহাজ্ব মো: আবুল কাশেম (৮১১) ২৫. মো: আনোয়ারজ্জামান (৮১২) ২৬. মো: শাহজাহান মিয়া সম্রাট (৮১৩) ২৭. মোল্লা রেজাউল করিম (৮১৪) ২৮. সোমা হক (৮১৫) ২৯. মাহবুবুর রহমান (৮১৬) ৩০. লায়লা জোহরা পারভীন কেয়া (৮১৭) ৩১. মো: মাহফুজুল আলম (৮১৮) ৩২. এস এম আশীকুর রহমান (৮১৯) ৩৩. মুন্সি শরিফুল ইসলাম (৮২০) ৩৪. প্রফেসর ডা: সারোয়ার ইকবাল (৮২১) ৩৫. এম এম অলীয়ার রহমান (৮২২) ৩৬. মোঃ মারুফ হোসেন সরদার (৭৬৮) ৩৭. শেখ তুহিনূর আলম (৭৬৯)

**কাঙ্ক্ষিত আয়োজন:** "পুনর্মিলনী-২০২৬"

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমাদের বহু কাঙ্ক্ষিত "পুনর্মিলনী-২০২৬" আয়োজনের যাবতীয় প্রস্তুতি ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

তারিখ: ৩০শে অক্টোবর, ২০২৬ (শুক্রবার)
সময়: সকাল ৯:০০টা থেকে বিকাল ৫:০০টা
স্থান: ডিপোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, কাকরাইল, ঢাকা

অনুষ্ঠানটি সুচারু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন ও আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়েছে:
(প্রতিটি উপ-কমিটিতে একাধিক সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাঁদের নাম স্যুভেনিরের সংশিষ্ট তালিকায় বিস্তারিতভাবে উলেখ করা হয়েছে।)

| উপ-কমিটির নাম | আহ্বায়কের নাম |
|---|---|
| স্মরণিকা উপ-কমিটি | জনাব মাহবুবুল বাশার (কচি) |
| অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি | জনাব মো: কামরুল ইসলাম |
| অভ্যর্থনা উপ-কমিটি | জনাব শাহজাহান মিয়া সম্রাট |
| সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি | জনাব এ. কে. এম. এডামস (কচি) |
| অর্থ উপ-কমিটি | জনাব মো: মেহেদী হাসান |
| রেজিস্ট্রেশন উপ-কমিটি | জনাব রাশেদ শামসুল করিম |
| আপ্যায়ন উপ-কমিটি | জনাব মো: শহীদুজ্জামান |
| নিরাপত্তা উপ-কমিটি | লায়ন নুর নবী মৃধা |

আশা করি, প্রবীণ ও নবীন প্রাক্তনীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই পুনর্মিলনী এক ঐতিহাসিক স্মারক হয়ে থাকবে। বিএল কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধারণ করে বর্তমান প্রযুক্তির যুগে তরুণদের বিজ্ঞানমনস্ক ও জ্ঞানচর্চামুখী করতে ঢাকা শাখা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন- নতুন নেতৃত্বের কাছে এটাই আমাদের ব্যাকুল প্রত্যাশা।

**কৃতজ্ঞতা প্রকাশ**

**মিসেস হাবিবা খানম:** একজন ধ্রুপদি নজরুল গীতি শিল্পী, পাশাপাশি অসংখ্য সামাজিক সংগঠনে যুক্ত থাকা আমাদের কমিটির একমাত্র নারী সদস্য হাবিবা আপার প্রাণবন্ত উপস্থিতি আমাদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে।

**জনাব সালাউদ্দিন খান:** নিজস্ব ব্যবসার শত ব্যস্ততার মাঝেও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে তাঁর গভীর চিন্তাভাবনা এবং সামাজিক সংগঠনে সক্রিয় সম্পৃক্ততা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

**জনাব রাশেদ শামসুল করিম:** সাবেক দক্ষ ব্যাংকার একাধারে একজন সমাজসেবী; প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাথে তাঁর নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক সংগঠনকে সবসময় সুদৃঢ় ও প্রাণবন্ত করে রাখে।

**জনাব মেহেদী হাসান:** ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি সংগঠনের স্থায়ী তহবিল গঠনে তাঁর নেওয়া সুদূরপ্রসারী ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ সত্যিই অতুলনীয়।

**জনাব মাহবুবুল বাশার কচি:** শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি আমাদের আশার সঞ্চার করে; তাঁর সুচিন্তিত ও মননশীল ভাবনা স্যুভেনিরকে নিশ্চিতভাবেই সমৃদ্ধ করবে।

**ডাঃ নাজমুল হাসান:** মানবিক চিকিৎসক, দক্ষ বিশ্লেষক ও সুলেখক; দূরে থেকেও প্রযুক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আত্মবিশ্বাস জোগায়।

**মোঃ কামরুল ইসলাম:** অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতার স্বাক্ষর আমরা তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে প্রত্যক্ষ করেছি, যা আমাদের পথচলাকে অনেক সহজ করেছে।

**জনাব এ.কে.এম এডামস কচি:** একজন প্রকৃত বইপ্রেমী ও সংস্কৃতিমনা মানুষ, যাঁর শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কার্যক্রমে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

**জনাব মোঃ আবু আবদুল্লাহ:** একজন নিষ্ঠাবান, দক্ষ ও অভিভাবকতুল্য আহ্বায়ক; সদস্য সচিব হিসেবে তাঁর মতো দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য পাওয়া আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের। সত্যি বলতে, কেন্দ্রীয় কমিটি ও ঢাকাস্থ অ্যাডহক কমিটির সকল সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যগণ বিএল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা বৃদ্ধি ও কার্যক্রমকে গতিশীল করতে অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যের অকৃত্রিম ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতাই ছিল আমার পথচলার মূল চালিকাশক্তি। কাজের সূত্রে আমরা প্রত্যেকেই যেন একটি সুদৃঢ় পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উঠেছি।

অ্যাডহক কমিটির বাইরেও-বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা মোঃ শাহজাহান মিয়া সম্রাট ভাই, সামাজিক ব্যক্তিত্ব শাহ ফেরদৌস আহমেদ লিটু ভাই, বিশিষ্ট গণিতবিদ অধ্যাপক কিরণ দাদা, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এস এম হারুনুর রশীদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ শহীদুজ্জামান, আমাদের অ্যালমনাইয়ের অন্যতম একজন সংগঠক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, খুলনা চেম্বারের ব্যবসায়ী নেতা ও এইচ বি ট্রেডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী হাফিজুর রহমান, বন অধিদপ্তরে বন সংরক্ষক বিসিএস (বন) ক্যাডার মোল্লা রেজাউল করিম, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও উপস্থাপিকা সোমা হক, এবং বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের স্বনামধন্য উপস্থাপিকা লায়লা জোহরা পারভীন কেয়াসহ আরও অনেকের সক্রিয় অংশগ্রহণে আমাদের সংগঠন প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে।

**শেষের কথা**

বিগত সাড়ে তিন বছর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট ছিলাম। এই দীর্ঘ পথচলায় বিএল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা শাখার যা কিছু অর্জন, তার সমস্ত কৃতিত্ব সংগঠনের সম্মানিত সকল সদস্যের। তবে আমার অজান্তে বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে, সদস্য সচিব হিসেবে তার দায়ভার সানন্দে আমি নিজ কাঁধে তুলে নিচ্ছি।

"পুনর্মিলনী-২০২৬"-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। একই সাথে, আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।





# বি.এল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

ঢাকা লিয়াঁজো কমিটি ও ঢাকা শাখা : গঠন, বিকাশ ও কার্যক্রম

**মোঃ রেজাওয়ানউল হক,** প্রথম চেয়ারম্যান, ঢাকা শাখা।

জীবন সদস্য - ০৩

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সরকারি ব্রজলাল (বি.এল.) কলেজ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯০২ সালের জুন মাসে বিদ্যোৎসাহী ব্রজলাল চক্রবর্তীর উদ্যোগে খুলনা জেলার দৌলতপুরে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী নামে এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে দুই বিঘা জমিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে দানবীর হাজী মুহাম্মদ মহসিনের সৈয়দপুর এস্টেটের ৪০ একর (প্রায় ১২০ বিঘা) জমি সরকারের নিকট থেকে লিজ নিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়। ১৯০৯ সালে প্রথম মুসলিম ছাত্র ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি আরও সর্বজনীন চরিত্র লাভ করে।

ব্রজলাল চক্রবর্তী ১৮৭১ সালের ২৬ এপ্রিল বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার লখপুর ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৪ সালের ৮ আগস্ট কলকাতায় পরলোকগমন করেন। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার সদস্য বীণা দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিষ্ঠানের নাম ব্রজলাল হিন্দু একাডেমী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা ঐ বছরের জুলাই মাস থেকে কার্যকর হয়।

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে হিন্দু এবং ১৯৫০ সালে একাডেমী শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ১৯৫১ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি ব্রজলাল কলেজ (বি.এল. কলেজ) নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৬৭ সালের ১ জুলাই কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। বর্তমানে সরকারি ব্রজলাল কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ত্রিশ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

**অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাঃ**

প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুদৃঢ় যোগাযোগ গড়ে তোলা, বর্তমান শিক্ষার্থীদের পাশে নৈতিক কার্যক্রমের উন্নতিকল্পে ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১০ সালের ৮ অক্টোবর খুলনার উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়।

প্রফেসর হারুনুর রশীদ সভাপতি এবং মাজহারুল হান্নান মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯ নভেম্বর ২০১০ সালে গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয় এবং খুলনার শিববাড়ির মোড়ে অ্যালামনাই সদস্য সৈয়দ তৌহিদ হোসেনের তাইয়ামুন সেন্টারে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রেজওয়ানউল হকের উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ২৭ জুলাই ২০১১ তারিখে কলেজ ক্যাম্পাসে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ করা হয়।

**পুনর্মিলনী ও সাংগঠনিক কার্যক্রম**

২০১১ সাল থেকে নিয়মিত অ্যাসেম্বলি, পুনর্মিলনী, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং শিক্ষা সফরের মাধ্যমে অ্যালামনাই সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়।

প্রথম অ্যাসেম্বলি: ২৪ ডিসেম্বর ২০১১; পরদিন করমজল, সুন্দরবন ভ্রমণ।

দ্বিতীয় অ্যাসেম্বলি: ২২ ডিসেম্বর ২০১২; পরদিন হাড়বাড়িয়া, সুন্দরবন ভ্রমণ।

তৃতীয় অ্যাসেম্বলি: ১৭ এপ্রিল ২০১৫; পরদিন ইয়াকুব রিসোর্ট, বটিয়াঘাটা।

চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা: ২৯ জানুয়ারি ২০১৬।

চতুর্থ পুনর্মিলনী: ১৩ জানুয়ারি ২০১৭; পরদিন অরুণিমা রিসোর্ট, নড়াইল।

পঞ্চম পুনর্মিলনী: ১৮ জানুয়ারি ২০১৯; পরদিন পায়গ্রাম কসবা, ফুলতলা।

ষষ্ঠ পুনর্মিলনী: ১৩ জানুয়ারি ২০২৩

সপ্তম পুনর্মিলনী: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫; পরদিন শেকড়ের টানে রিসোর্ট, বটিয়াঘাটা।

প্রতিটি অনুষ্ঠানে স্মারক স্যুভেনির প্রকাশ, ছবি-আলবাম সংকলন এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সংগঠনকে একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে পরিণত করেছে।

**অ্যালামনাই ভবন নির্মাণ**

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সালের আদেশ অনুযায়ী অ্যালামনাই ভবনের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোঃ রেজওয়ানউল হক। ৬ ডিসেম্বর ২০১৩ সালে ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৭ এপ্রিল ২০১৫ সালে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে ১৩ জানুয়ারি ২০১৭ সালে তিনতলা (ছয়তলা ফাউন্ডেশনসহ) দৃষ্টিনন্দন প্রায় ৩,৫০০

বর্গফুটের ভবনের উদ্বোধন করা হয়। নির্মাণ ব্যয় ছিল এক কোটিরও বেশি টাকা। পরবর্তীতে ৩০ অক্টোবর ২০২১ সালে ভবনে একটি মেডিকেল সেন্টার উদ্বোধন করা হয়।

**শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক উদ্যোগ**

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। ২০১২ সালে দেড় শতাধিক অসহায় মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ। অগ্নিদগ্ধ ড্রাইভার বদর আলী বেগের কন্যা ও বি.এল. কলেজের ছাত্রী আয়শা খাতুনকে শিক্ষা সহায়তা। ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে এক লক্ষ টাকার অনুদান প্রাপ্তিতে সহায়তা। কলেজে বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ শিক্ষার মানোন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

**ঢাকা লিয়াঁজো কমিটির সূচনা**

ঢাকায় অবস্থানরত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালের ৬ মে বারিধারা ডিওএইচএসে প্রফেসর হারুনুর রশিদের সভাপতিত্বে ফজলে হোসেনের বাসভবনে প্রাথমিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৫ জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে সভায় মোহাম্মদ রেজওয়ানউল হককে আহ্বায়ক এবং এমদাদ হোসেন বুলুকে সদস্য সচিব করে সাত সদস্যের লিয়াঁজো কমিটি এবং নয় সদস্যের উপদেষ্টা কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গঠন করা হয়।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সভা, সাংগঠনিক আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ঢাকায় একটি শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়া হয়। ২০১৪ সালের ২ মার্চ মোহাম্মদ রেজওয়ানউল হকের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটি গঠন পূর্বক ঢাকা শাখা পরিচালনার খসড়া উপবিধি প্রণয়নপূর্বক কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট জমা দেয়। প্রয়োজনীয় সংশোধন শেষে বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা শাখা পরিচালনা উপবিধি ২০১৫ সালে অনুমোদিত হয়।

**ঢাকা শাখার অস্থায়ী কার্যালয়**

লিয়াঁজো কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ রেজওয়ানউল হকের ঢাকায় আদাবর থানা এলাকায় বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটির বাসভবন থেকে লিয়াঁজো কমিটির সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ঢাকা লিয়াঁজো কমিটি গঠনের পূর্ব থেকেই ঢাকার প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। বিশেষ করে-কলেজ ক্যাম্পাসে অ্যালামনাই ভবনের জন্য জমি বরাদ্দ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, মেডিকেল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো অনুমোদন, সদস্য সংগ্রহ, ভবন নির্মাণে অনুদান সংগ্রহ, কেন্দ্র ও শাখার মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা-এসব ক্ষেত্রে মোহাম্মদ রেজওয়ানউল হকের নেতৃত্ব ও অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

**ঢাকা শাখার যাত্রা**

১৩ জুন ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় সভাপতির উপস্থিতিতে মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢাকা শাখা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৫ জুলাই অনুষ্ঠিত সাবজেক্ট কমিটির সভায় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ২৩ সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং ৯ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের নাম প্রস্তাব করা হয়। ৭ আগস্ট ২০১৫ কেন্দ্রীয় কমিটি তা অনুমোদন করে এবং মোঃ রেজওয়ানউল হককে চেয়ারপার্সন করে ঢাকা শাখার ২৩ সদস্যের কার্যনিবাহী এবং ৯ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। ২৯ আগস্ট ২০১৫ পার্লামেন্ট মেম্বার্স ক্লাবে নবগঠিত কমিটির অভিষেক ও প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে নির্বাহী কমিটি গঠন নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ায় সভাপতি মোহাম্মদ রেজওয়ানউল হক সভা মুলতবি ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে সাংগঠনিক স্থবিরতা, করোনা মহামারি এবং অন্যান্য বাস্তব কারণে উপবিধির ২০ ধারা অনুযায়ী মোঃ আবু আবদুল্লাহ কে আহ্বায়ক এবং মোল্লা এনায়েত হোসেন ইনুকে সদস্য সচিব করে ১০ সদস্যের অ্যাড-হক কমিটি গঠন করা হয়। সম্প্রতি ঢাকা শাখা বিএল কলেজ মেডিকেল সেন্টারে ঔষধ সংগ্রহ পুর্বক সরবরাহ করেছে।

আজও ঢাকা শাখা সদস্য বৃদ্ধি, পারস্পরিক যোগাযোগ সুদৃঢ়করণ এবং অ্যালামনাই কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ঐক্য, আন্তরিকতা ও সেবার মানসিকতাই আগামী দিনে বিএল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে।





# A Proud Legacy, A Bright Future:

## Preserving Our Heritage, Strengthening Alumni Bonds

**Md. Abu Abdullah**
Convener, Brajalal College Alumni Association, Dhaka Branch
Life Member No. 74

Brajalal (B.L.) College in Daulatpur, Khulna, established in 1902, occupies a distinguished place in the educational history of Bangladesh. For more than a century, this historic institution has nurtured generations of students who have gone on to serve the nation with distinction across education, public administration, business, science, medicine, law, engineering, journalism, culture, politics, and the armed forces. Far more than an institution of learning, Brajalal College has been a crucible where character was shaped, lifelong friendships were forged, core values were nurtured, and dreams were given direction.

The passage of time has brought significant advancements to the college. The campus, academic facilities, and educational environment have developed considerably, evolving to meet the changing needs of successive generations. Yet, beneath these modern transformations remains an enduring spirit—a shared commitment to learning, discipline, camaraderie, and service that continues to connect former students with their beloved alma mater.

Recognizing the vital importance of maintaining this lifelong connection, the Brajalal College Alumni Association was established on October 8, 2010. Its principal mission has been to unite former students, preserve the proud heritage of the college, support current students, and contribute meaningfully to the institutional development of the college.

### The Beginning of an Organized Alumni Journey

To unite alumni residing in the capital, the Dhaka Liaison Committee was formed on September 9, 2011. Mohammad Rezwanul Haque, former Additional Secretary to the Government, served as Convener, while Emdad Moslem Bulu took on the role of Member Secretary. The committee held its foundational meetings on September 30 and November 4, 2011, establishing the initial framework for organized alumni activities in Dhaka.Following the resignation of Emdad Moslem Bulu due to personal commitments, Golam Khaiam Rasul assumed the responsibilities of Member Secretary on April 13, 2012. Backed by the active participation of many committed alumni, the organization gradually expanded its reach and strengthened its institutional foundation.A major milestone arrived on July 11, 2015, when the Central Alumni Association formally approved the Operational Sub-rules of the Dhaka Branch.

During these formative years, the branch operated out of the residence of Convener Mohammad Rezwanul Haque in the Baitul Aman Housing Society, Adabor, Dhaka, which generously served as its temporary headquarters.The first regular 29-member Executive

Committee of the Dhaka Branch was established on June 13, 2015, with Mohammad Rezwanul Haque serving as President and Golam Khaiam Rasul as General Secretary. The committee received formal ratification from the Central Executive Committee on August 7, 2015, and its installation ceremony was celebrated at the Members' Club of the National Parliament on August 29, 2015.

## A Building, a Bond, and a Shared Vision

One of the most memorable achievements of the Alumni Association was securing government land from the Ministry of Education for the construction of a dedicated Alumni Building. The allocation was finalized on September 22, 2013. Construction of the two-story, 3,500-square-foot facility began on April 17, 2015, and the building was formally inaugurated on the college campus on January 13, 2017.
The Alumni Building is far more than a physical structure. It stands as a symbol of the collective contributions, commitment, and cooperation of alumni across multiple generations. It serves as a visible reminder that when former students unite behind a shared purpose, individual efforts transform into lasting institutional legacies.

## The Dhaka Branch Today

The current ten-member Convening Committee of the Dhaka Branch stepped into its role in January 2023 and received official approval from the Central Committee on May 7, 2023. The author has the privilege of serving as Convener, alongside Molla Enayet Hossain Inu as Member Secretary.

Over the past three years, the committee has focused on revitalizing communication among alumni and encouraging wider participation in organizational initiatives. Particular emphasis has been placed on fostering teamwork, transparency, inclusiveness, and voluntary service. Preparations are currently underway to transition toward a full-fledged, elected Executive Committee.

A prominent recent milestone was the Alumni Reunion and Iftar Gathering held on March 23, 2024, which brought together approximately 150 alumni from both Dhaka and Khulna. It was a memorable occasion defined by friendship, fellowship, and fraternity, allowing graduates from diverse eras to reconnect, renew old ties, and celebrate their shared identity.

The Dhaka Branch also participated actively in the Annual General Meeting of the Central Alumni Association on April 27, 2024, and the 7th Alumni Reunion and Picnic in December 2025. The branch proudly provided financial assistance, contributed insightful articles to the souvenir publication, and arranged sponsorships to support these vital programs.

## Connecting Alumni in a Digital Age

The landscape of alumni relations is evolving rapidly. Recognizing this shift, the Dhaka Branch has actively leveraged digital platforms, strengthening communication through the Association's official website, active WhatsApp networks, and a dedicated Facebook page. These digital avenues have streamlined information sharing, facilitated seamless membership



registration, and strengthened professional and personal networks among alumni living in Bangladesh and across the globe.Furthermore, the Association's impact and activities have received coverage in national newspapers and television channels, broadening public awareness of the enduring bond between Brajalal College and its former students.

## Honouring Our Mentors

No reflection on Brajalal College could be complete without paying tribute to its revered faculty. Their profound knowledge, unwavering discipline, dedication, and guidance have shaped the destinies of generations. Many alumni carry the memories of their teachers with deep affection and gratitude long after leaving the campus gates.We also remember with utmost respect the founding President of the Alumni Association, Professor Harunur Rashid, along with the many distinguished educators whose lifelong dedication built the sterling reputation of this historic institution. The lessons they imparted—integrity, responsibility, compassion, and excellence remain the guiding principles of our lives.

## Giving Back to the Alma Mater

Today, Brajalal College has grown extensively compared to the institution known to previous generations. Modern academic buildings, enriched libraries, state-of-the-art laboratories, expanded residential halls, improved sports infrastructure, and vibrant cultural activities have vastly enhanced campus life. This growth is a profound source of pride for all alumni.Yet, with this growth comes responsibility. The Alumni Association firmly believes that former students can contribute significantly to the future of the college. We can achieve this through student mentorship, career guidance, internships, academic scholarships, student welfare programs, medical assistance, and professional networking. Alumni who have excelled in various fields are uniquely positioned to offer invaluable guidance to students preparing to navigate a rapidly changing world.

Looking ahead, the Dhaka Branch is committed to developing a comprehensive digital alumni database, establishing a permanent branch office, launching dedicated scholarship and medical assistance funds, hosting regular career and leadership seminars, increasing women's participation, and strengthening ties with our overseas alumni to sustain constructive support for Brajalal College.

## A Call for Unity

The ultimate strength of an alumni association does not reside merely in its committees, physical buildings, or structured programs. Its true power lies within the active participation, goodwill, and collective commitment of its members.As Brajalal College has flourished over the decades, its alumni community has expanded across diverse professions, generations, and geographical borders. This rich diversity is our greatest asset. Let us transform this diversity into a singular, unified force, and seamlessly turn our individual achievements into a shared institutional triumph that secures the bright future of our beloved alma mater.

Contact: mdabuabdullah@gmail.com



# বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদ: দক্ষিণ বাংলায় নেতৃত্ব বিকাশের ঐতিহাসিক পীঠস্থান

মোঃ কামরুল ইসলাম
জীবন সদস্য নং-৪৯৭

**ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গণতান্ত্রিক চেতনার এক গৌরবময় অধ্যায়:**

খুলনার দৌলতপুরে ভৈরব নদের তীরে বিশাল সবুজ ক্যাম্পাসের পুরোনো দালানকোঠা, বৃক্ষশোভিত প্রাঙ্গণ ও শান্ত পরিবেশে গড়ে ওঠা ঐতিহ্যবাহী সরকারি ব্রজলাল কলেজ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অসংখ্য শিক্ষার্থীর স্বপ্ন, সম্ভাবনা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে। এখানকার অনেক শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে বিখ্যাত হয়েছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে এই কলেজের অনেক অবদান। পদ্মার এপারে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। সেই অভাব বিএল কলেজ পূরণ করেছে। বিশেষ করে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার জন্য এর কোনো বিকল্প ছিল না।

কলেজের প্রধান প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ নীতিবাক্য– "এসো জ্ঞানের সন্ধানে, ফিরে যাও দেশের সেবায়"–শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য বার্তা আজও বহন করে চলেছে।

**প্রতিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক পথপরিক্রমা:**

দক্ষিণ বাংলার অক্সফোর্ড হিসেবে পরিচিত সরকারি ব্রজলাল কলেজ ১৯০২ সালে খুলনার দৌলতপুরে হিন্দু একাডেমি' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৪৪ সালে এর নামকরণ করা হয় ব্রজলাল হিন্দু একাডেমি। ১৯৬৭ সালের ১ জুলাই কলেজটি সরকারিকরন হয়। খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি এবং কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ সরকারীকরণ সম্ভব হয়। ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে উন্নীত হয়। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (পাস ও সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এখানে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করেন। বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, ইতিহাস, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, হিসাববিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে। কলেজটিতে পাঁচটি ছাত্রাবাস ও দুটি ছাত্রীনিবাস রয়েছে।

এ বিদ্যাপীঠে শিক্ষার পাশাপাশি নবীনবরণ, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা ও বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও নেতৃত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**কৃতী শিক্ষার্থী ও গুণীজনের স্মৃতিধন্য বিদ্যাপীঠ:**

বি.এল. কলেজের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে বহু কৃতী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গুণীজনের পদচারণায়। যাঁরা রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। দক্ষিণ এশিয়ার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মজুমদার, প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক প্রফেসর এস এম আমজাদ হোসেন, খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও নাট্যকার মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক কে, আলী, শিক্ষাবিদ ও গবেষক ড. মোফাখখারুল ইসলাম, অধ্যাপক মজিবর রহমান, অধ্যাপক শামীম খান, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান, অধ্যাপক আব্দুল গণি, অধ্যাপক কায়কোবাদ, অধ্যাপক মুক্তি মজুমদার, অধ্যাপক সাধন ঘোষসহ অনেক গুণী ব্যক্তি এ কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। প্রফেসর আবদুল হাই ও ড. মোবাশ্বের আলীর মতো শিক্ষাবিদও এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অবিভক্ত বাংলার বঙ্গীয় আইনসভার স্পিকার শেখ নওশের আলী, বাংলাদেশের ৫ম ও ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী, জননেতা সালাহউদ্দিন ইউসুফ, কমরেড আঃ হক, এ, এফ এম আব্দুল জলিল, বিপ্লবী অমল সেন, কমরেড রতন সেন, এম, নুরুল ইসলাম দাদু, এডভোকেট ফিরোজ আহমেদ, জহিরউদ্দীন স্বপন, মোঃ নজরুল ইসলাম মঞ্জু, কবি ও লেখক গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমি ও একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, বিশিষ্ট সাংবাদিক এ, কে ফিরোজ নুন ও কামাল আহমেদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

এই কলেজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জসিমউদ্দীন, ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান প্রমুখের আগমন ঘটে।

**জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে অবদান:**

আমাদের গৌরবজনক মুক্তিযুদ্ধে ৪ নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল সি আর দত্ত, বীর উত্তম, লে. কর্নেল এইচ এম এ গফ্‌ফার (বীর উত্তম), গাজী রহমতুল্লাহ দাদু (বীর প্রতীক) বিএল কলেজের ছাত্র ছিলেন।

বিএল কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি (১৯৪৯) এ টি এম আমিনুল ইসলাম ৭১ এ দৌলতপুর থানার ওসি ছিলেন, ১৬ ডিসেম্বরে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে পাক বাহিনীর গুলিতে শহীদ হন।

এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে মেঃ জে. মোঃ আব্দুস সালাম, লোহাগড়ার লে. কর্নেল শেখ আবু বকর, এডি. ডিআইজি এএইচএম নুরুল উদ্দিন, কালিয়ার অধিবাসী মেজর মুন্সি মনিরুজ্জামান, উইং কমান্ডার গওসল হোসেন মির্জা, বিমান বাহিনীর শেখ আবু সাইদ, শ্রমিক নেতা অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, ৭৩ এর সংসদ সদস্য এমএ বারী, বয়রার মির্জা খয়বার হোসেন, ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস সৈয়দ দিদার বক্স, উপ সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সাবেক ভিপি আলী তারেক, পাবলার ইউনুস আলী, স.ম. বাবর আলী, রফিকুল ইসলাম জাফর, এ এফএম জামিরুল ইসলাম (সিলেট অঞ্চলে যুদ্ধে অংশ নেন), আলী নেওয়াজ, পাবলার অজয় কুমার দত্ত, দেয়াড়ার শেখ মোশাররফ হোসেন, মহেশ্বরপাশার আবদার হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আশাশুনির তৌফিক হোসেন, পাইকগাছার শাহাদাত হোসেন বাচ্চু, শহরের এম ফিরোজ আহম্মেদ, আ ব ম নুরুল আলম, মকবুল হোসেন মিন্টু, বটিয়াঘাটার বিনয় কৃষ্ণ সরকার, দাকোপের শেখ আব্দুল আজিজ, সেনহাটির সাত্তারুজ্জামান, শরীফুল হোসেন, দৌলতপুরে রওনাকুল ইসলাম দুলাল, বয়রার জামাল উদ্দিন আহম্মেদ, শ্যামনগরের শেখ আব্দুর রহমান, গোয়ালখালীর মোঃ খায়রুল ইসলাম, কালিয়ার জিয়াউদ্দিন আহমেদ, কয়রার রেজাউল করিম, লোহাগড়ার গাজি আব্দুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত অবদান রাখেন।

**প্রাণবন্ত ক্যাম্পাস ও সহশিক্ষা কার্যক্রম:**

বি.এল. কলেজের শিক্ষাজীবন শ্রেণিকক্ষের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, ডিবেটিং ক্লাব, আইসিটি ক্লাব, সাইবার সেন্টার, থিয়েটার এবং বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণকেন্দ্রসহ বিভিন্ন কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ক্যাম্পাসের বকুলতলা, দর্শন চত্বর, আমতলা, বটতলা ও রাবারতলা শিক্ষার্থীদের আড্ডা, ভাববিনিময়, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং স্মৃতিচারণের পরিচিত স্থান। এসব স্থানকে ঘিরে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা, মতবিনিময়



এবং সম্মিলিত উদ্যোগের এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। এই পরিবেশই শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা বিকাশে সহায়ক হয়।

**ছাত্র সংসদ: নেতৃত্ব বিকাশের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান:**

বি.এল. কলেজের গৌরবময় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো এর ছাত্র সংসদ। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এ কলেজের ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ছাত্র সংসদ ছিল শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়, সাংস্কৃতিক বিকাশ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা এবং যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র।

১৯৩৮ সালে বি.এল. কলেজে প্রথম ছাত্র সংসদ গঠিত হয়। সেই সময় থেকে কলেজের ছাত্ররাজনীতি ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড খুলনার বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে। ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শিক্ষার্থীদের সমস্যা ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরার পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে ভূমিকা রাখার সুযোগ পান।

**বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনী ইতিহাস:**

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলেন, শৈলেন চন্দ্র ঘোষ। স্বাধীনতাপূর্ব বিএল কলেজের ছাত্র সংসদে ১৯৬২ সালে জিএস সৈয়দ দীদার বখত, ১৯৬৩ সালে ভিপি মিয়া সাদেকুর রহমান, ১৯৬৪ সালে ভিপি জনাব আলী তারেক উল্লেখযোগ্য ছাত্র নেতা ছিলেন। ১৯৬৫ ও ৬৬ সালে পর পর দুবারের ছাত্র সংসদ নিবাচনে এ এফ এম জামিরুল ইসলাম ভিপি ও গাজী সিরাজুল হক জিএস, নিবাচিত হন। ১৯৬৭ সালে মুহম্মদ ফজলুল হক ভিপি ও আঃ মালেক মোড়ল জিএস; ১৯৬৮ সালে এস এম নজরুল ইসলাম ভিপি ও মোল্লা হাফিজুর রহমান জিএস; ১৯৬৯ এ স,ম বাবর আলী ভিপি ও ফকির মোঃ সিরাজুল হক জিএস নিবাচিত হন। ১৯৭০ ও ৭১ এর উত্তাল দিনগুলোতে ছাত্র সংসদ নিবাচন হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ১৯৭৩ সালে বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে মীর্জা রেজাউল হোসেন তপন সহসভাপতি (ভিপি) এবং শরীফ শফিকুল হামিদ চন্দন সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। এরপর দীর্ঘ বিরতির পর অধ্যক্ষ ড. মোবাশ্বের আলীর উদ্যোগে ১৯৭৯-৮০ বর্ষে পুনরায় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে অ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ ভিপি এবং মোঃ মতিয়ার রহমান জিএস নির্বাচিত হন।

১৯৮০-৮১ সালের নির্বাচনে মোঃ মতিয়ার রহমান ভিপি এবং আলী রেজা বাবু জিএস নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে জহির উদ্দিন স্বপন ভিপি এবং রফিকুল ইসলাম দুলাল জিএস নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসন জারির ফলে ছাত্র সংসদের নির্বাচনী কার্যক্রমে আবারও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

১৯৮৬ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোঃ জাহাঙ্গীর কবির ভিপি এবং কামরুল ইসলাম জিএস নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে রুবায়েত হোসেন বাবু ভিপি এবং শহীদুল ইসলাম বন্দ জিএস নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে ১৯৯১ সালে বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে শেখ জাকিরুল ইসলাম ভিপি এবং মোঃ আব্দুর রহিম জিএস নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শেখ জাকিরুল ইসলাম পুনরায় ভিপি এবং মুন্সি আব্দুল হালিম জিএস নির্বাচিত হন।

এরপর দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচনের ঐতিহ্য দীর্ঘদিন ধরে স্থবির হয়ে রয়েছে। একসময় যে ছাত্র সংসদ ছিল নেতৃত্ব বিকাশের প্রাণকেন্দ্র, আজ তার কার্যক্রম কার্যত অনুপস্থিত। ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদের জন্য বরাদ্দ ভবনটি তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকার দৃশ্য এই স্থবিরতারই প্রতীক হয়ে উঠেছে।

**ছাত্র সংসদহীনতা ও নেতৃত্ব বিকাশের সংকট:**

নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়া শুধু একটি প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যের বিচ্ছিন্নতা নয়; এর প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের অধিকারচর্চা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্ব বিকাশের ওপরও। নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব না থাকলে শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত দাবি তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক মঞ্চ দুর্বল হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে নতুন নেতৃত্বের বিকাশ, দায়িত্বশীলতা অর্জন এবং গণতান্ত্রিক চর্চার বাস্তব সুযোগও সীমিত হয়।

ছাত্র সংসদের নির্বাচন শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সহনশীলতা, জবাবদিহি, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে। নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য, দক্ষ ও জনসম্পৃক্ত নেতৃত্ব বিকশিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। তাই বি.এল. কলেজের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করতে ছাত্র সংসদের গণতান্ত্রিক কার্যক্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

**ছাত্রনেতৃত্ব থেকে জাতীয় নেতৃত্ব:**

বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক নেতাদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতি ও জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে আজকের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জননেতা জহির উদ্দিন স্বপন অন্যতম। তিনি বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি ছিলেন এবং স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সম্মুখসারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

পুনর্মিলনী-২০২৬ এ সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ১০ জন মাননীয় সংসদ-সদস্যের সঙ্গে এ কলেজের ছাত্রনেতৃত্ব ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের যে সম্পর্ক রয়েছে, তা প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের অবদানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ছাত্র সংসদ থেকে জাতীয় রাজনীতিতে উত্তরণের এই ইতিহাস প্রমাণ করে যে শিক্ষাঙ্গনের গণতান্ত্রিক চর্চা ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে অতীতের গৌরব কেবল স্মরণ করলেই চলবে না; সেই ঐতিহ্যকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কার্যকর করে তোলাও জরুরি। ছাত্র সংসদের নিয়মিত নির্বাচন, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং দায়িত্বশীল সাংগঠনিক পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে বি.এল. কলেজ আবারও দক্ষিণ বাংলার নেতৃত্ব বিকাশের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

**ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ হোক:**

সরকারি ব্রজলাল কলেজের ইতিহাস শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও নেতৃত্বের ইতিহাস। এই ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছাত্র সংসদ। অতীতের নির্বাচিত ছাত্রনেতাদের সাফল্য এবং জাতীয় জীবনে তাঁদের অবদান আজও নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী তাই কেবল পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণের আয়োজন নয়; এটি প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা, প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলার অঙ্গীকার নবায়নেরও উপলক্ষ।

আমাদের প্রত্যাশা, গণতান্ত্রিক চেতনার নবযাত্রায় বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদ আবার প্রাণ ফিরে পাক। নিয়মিত নির্বাচন, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং যোগ্য নেতৃত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ফিরে পাক তার হারানো গৌরব। দক্ষিণ বাংলার তরুণ সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং জাতীয় নেতৃত্ব তৈরিতে বি.এল. কলেজ আবারও হয়ে উঠুক এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। বি.এল. কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্য অম্লান থাকুক, ছাত্র সংসদ ফিরে পাক তার প্রাণচাঞ্চল্য, আর এই বিদ্যাপীঠ থেকে গড়ে উঠুক আগামী দিনের যোগ্য, দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব—এই হোক আমাদের সম্মিলিত প্রত্যাশা।



# অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাস

অধ্যাপক ডা. শেখ মো. নাজমুল হাসান বি.এল কলেজ
জীবন সদস্য নং-৫৬১

ব্যুৎপত্তি ও ধারণাগত উৎস "অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশ" শব্দদ্বয়ের বিকাশের ধারা বেশ প্রাচীন। ইংরেজি "অ্যালামনাই" (Alumni) শব্দটি লাতিন "অ্যালামনাস" (Alumnus) থেকে এসেছে, যার আক্ষরিক অর্থ "পালকপুত্র"। এটি লাতিন ধাতু "অ্যালেরে" (Alere) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "পালন করা" বা "পুষ্ট করা"।

প্রাচীন রোমে শিক্ষাব্যবস্থা ছিল গুরুশিষ্য পরম্পরাভিত্তিক। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের গৃহে "পালকপুত্র" হিসেবে অবস্থান করে অধ্যয়ন করতেন এবং তাদের "অ্যালামনাই" বলা হতো। তবে যেসব ধনাঢ্য সন্তান গৃহে শিক্ষক রেখে পড়তেন, তারা এই পর্যায়ভুক্ত ছিলেন না। খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে রোমান আইনে শব্দটি প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। সময়ের বিবর্তনে বর্তমানে এটি যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সমষ্টিগত পরিচয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মধ্যযুগে ইউরোপে বোলোগনা (১০৮৮ খ্রি.), অক্সফোর্ড (১০৯৬ খ্রি.) ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে (১১৫০ খ্রি.) "অ্যালামনাই" শব্দটির ব্যবহার নতুন মাত্রা পায়। প্রতিষ্ঠানকে "পালকমাতা" বা "আলমা মেটার" (Alma Mater) এবং স্নাতকদের প্রতিষ্ঠানের "সন্তান" হিসেবে গণ্য করার মানসিকতা থেকেই এই ধারণার বিকাশ। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় 'Alumni'-র একমাত্র শুদ্ধ ও প্রমিত প্রতিবর্ণায়ন হলো "অ্যালামনাই"। প্রাচীন ভারতের "গুরুগৃহ" ও অ্যালামনাইয়ের প্রতিচ্ছবি বৈদিক যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৫০০ অব্দ) গুরুগৃহ বা ঋষির আশ্রম ছিল শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল আবাসিক শিক্ষা, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের মাধ্যমে মৌখিক জ্ঞানচর্চা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ।

প্রাচীন ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন না থাকলেও, সমাবর্তন শেষে শিষ্যরা গৃহে ফিরলেও গুরু-শিষ্যের আত্মিক সম্পর্ক অটুট থাকত। শিষ্যের দেওয়া "গুরুদক্ষিণা" ছিল বর্তমান অ্যালামনাই ফান্ড বা অনুদানের আদিরূপ। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি এই ঋণবোধই আধুনিক সংগঠনের সূচনা করেছিল।

আধুনিক অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সূচনা ও প্রসার আধুনিক যুগে আমেরিকায় প্রাতিষ্ঠানিক অ্যালামনাই সংগঠনের সূচনা হয় ১৭৯২ সালে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের সম্মেলনের মাধ্যমে। তবে প্রথম আনুষ্ঠানিক অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় ১৮২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়ামস কলেজে। এক ভয়াবহ সংকটে কলেজটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা সংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করেন।

পরবর্তীতে ব্রাউন (১৮২৩), প্রিন্সটন (১৮২৬) ও কলাম্বিয়া কলেজে (১৮২৫) এই সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮৭২ সালে প্রকাশিত "জর্জটাউন কলেজ জার্নাল" যোগাযোগের অন্যতম সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যালামনাই সেক্রেটারিজ", যা ১৯২৭ সালে "আমেরিকান অ্যালামনাই কাউন্সিল" এবং অবশেষে ১৯৭৪ সালে বৈশ্বিক সংস্থা "Council for Advancement and Support of Education (CASE)"-এ রূপান্তরিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত অ্যালামনাই ও ইতিবাচক দিক হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বখ্যাত নেটওয়ার্কগুলো তাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এসব সংগঠনের ইতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- সম্পর্ক ও পেশাগত উন্নয়ন: প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মাঝে আজীবন বন্ধন, কাজের সুযোগ, মেন্টরশিপ ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রদান।
- প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন: আর্থিক অনুদান প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ও ইন্টার্নশিপের সুযোগ সৃষ্টি।

আমরা বিএল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে প্রাচীন গুরুগৃহের ঐতিহ্য, মধ্যযুগের শিক্ষানুরাগ এবং আধুনিক পেশাদার নেটওয়ার্কের মেলবন্ধন রক্ষা করছি। বর্তমানে বৈশ্বিক সংস্থা CASE সরাসরি কোনো প্রতিষ্ঠানকে সদস্য না করলেও, সংশিষ্ট পেশাজীবীরা এর অংশ হতে পারেন। আমাদের অ্যাসোসিয়েশন CASE-এর দেওয়া নির্দেশিকা, গবেষণা ও সর্বোত্তম চর্চাগুলো অনুসরণ করে বিএল কলেজের অ্যালামনাই কার্যক্রমকে সুসংহত ও আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে পারে।





# রেনেসাঁঃ ঢাকা শাখা

মোঃ সালাউদ্দীন খান
জীবন সদস্য নং- ৫৬০

ব্রজলাল কলেজ–আমাদের কাছে শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম নয়; এটি জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, বন্ধুত্ব, মূল্যবোধ ও আত্মপরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ প্রজন্মের পর প্রজন্ম শিক্ষার্থীকে জ্ঞান ও মানবিকতার আলোয় আলোকিত করে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।



সময়ের প্রয়োজনে আমরা ছড়িয়ে পড়েছি বিভিন্ন পেশা, শহর ও দেশে। বদলেছে ঠিকানা, বেড়েছে ব্যস্ততা; কিন্তু প্রিয় আলমা ম্যাটারের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক অটুট রয়েছে। এই সম্পর্ককে সুসংগঠিত ও কার্যকর করার প্রয়াসেই বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা শাখার সাংগঠনিক পথচলায় সূচিত হয় নতুন অধ্যায়–'রেনেসাঁ: ঢাকা শাখা'।

**স্মৃতির মিলন থেকে সাংগঠনিক যাত্রা**

২০২৩ সালের ২১ জানুয়ারি, শনিবারের এক শীতের বিকেলে ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর অনানুষ্ঠানিক মিলনমেলা আমাদের মনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। দীর্ঘদিন পর অগ্রজ, অনুজ ও সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা, পুরোনো স্মৃতির পুনরাবৃত্তি এবং একই প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ে একত্রিত হওয়ার আনন্দ আমাদের উপলব্ধি করায়–স্মৃতিকে একটি কার্যকর বন্ধনে রূপ দেওয়া সম্ভব।

পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে ঢাকা শাখার কমিটি পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় মোহাম্মদপুরের স্যার ইকবাল রোডে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনায় কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব রেজানুল হক মানিকসহ শেখ আবদুর রশীদ, কামরুল ইসলাম, প্রশান্ত কুমার রায়, অ্যাডামস, রাশেদ, সালাউদ্দীন খান, এনামুল, মেহেদী হাসানসহ ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

পরবর্তী সময়ে প্রায় ৩০/৩৫ জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব রেজানুল হক মানিক, ঢাকা শাখার প্রথম চেয়ারম্যান রেজওয়ানুল হক এবং সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আবদুর রশীদসহ বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ঢাকা শাখার অ্যাডহক কমিটি নতুনভাবে গঠিত হয়।

এভাবেই 'রেনেসাঁ: ঢাকা শাখা' নতুন সাংগঠনিক পরিচয় ও প্রত্যয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। 'রেনেসাঁ' শুধু একটি নাম নয়; এটি পুরোনো সম্পর্কের পুনর্জাগরণ, সম্মিলিত উদ্যোগ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতীক।

**সদস্য সংগ্রহ: সম্পর্কের পুনঃস্থাপন**

কমিটি গঠনের পর সদস্য সংগ্রহ ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাশেদ শামসুল করিম ভাইয়ের সঙ্গে আমিও এই কার্যক্রমে যুক্ত হই। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ছিল আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সেগুনবাগিচায় ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি মো. মারুফ সর্দারকে জীবনসদস্য করা এবং শেখ তুহিনুর আলমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

একই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. শীতেশ বাছার স্যারের সঙ্গে দেখা করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাই। ক্যাফেটেরিয়ায় অপেক্ষার পর তাঁর ফোন পেয়ে অফিসকক্ষে উপস্থিত হই। আন্তরিক কুশল বিনিময়ের পর তিনি স্বহস্তে জীবনসদস্য ফরম পূরণ করে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হন।

এ ধরনের উদ্যোগের সাফল্য শুধু সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিতে নয়; বরং পুরোনো সম্পর্ক পুনরুদ্ধার এবং সংগঠনের প্রতি সম্মিলিত দায়বদ্ধতা জাগিয়ে তোলার মধ্যেই নিহিত।

**অ্যালামনাই: স্মৃতির বাইরে দায়িত্ব**

একটি অ্যালামনাই সংগঠনের সার্থকতা শুধু পুনর্মিলনী আয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পেশাগত যোগাযোগ ও সামাজিক সম্পৃক্ততাকে কলেজ এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজে লাগানোর মধ্যে।

বি.এল. কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসা, প্রকৌশল, সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন। তাঁদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যবান সম্পদ হতে পারে।

এ লক্ষ্য অর্জনে একটি হালনাগাদ সদস্য ডাটাবেস ও ডিরেক্টরি, ব্যাচভিত্তিক যোগাযোগ, নিয়মিত সভা, স্মরণিকা ও নিউজলেটার প্রকাশ এবং সদস্যকল্যাণমূলক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, শিক্ষা সহায়তা, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, উচ্চশিক্ষাবিষয়ক পরামর্শ এবং মেন্টরশিপ চালু করা যেতে পারে।

একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থীর সামান্য সহযোগিতাও কোনো শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে পারে। এভাবেই ব্যক্তিগত সাফল্য সম্মিলিত কল্যাণের শক্তিতে পরিণত হয়।

**পুনর্মিলনী ২০২৬: অতীতের মিলন, ভবিষ্যতের অঙ্গীকার**

জীবনের নানা পর্যায়ে আমরা ভিন্ন পেশা, দায়িত্ব ও ভৌগোলিক পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছি। অনেক পরিচিত মুখ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেও স্মৃতিতে তারা আজও জীবন্ত। পুনর্মিলনী সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে আবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ এনে দেয়।

ঢাকা শাখার পুনর্মিলনী ২০২৬ তাই নিছক আনন্দ-উৎসব নয়; এটি সাংগঠনিক পথচালার মূল্যায়ন, পারস্পরিক সম্পর্ক নবায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে এই আয়োজন প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্কের সেতুও গড়ে তুলতে পারে।

দীর্ঘদিন পর সহপাঠী, অগ্রজ, অনুজ ও প্রিয় শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা হলে ফিরে আসবে শ্রেণিকক্ষ, ক্যাম্পাস, আড্ডা ও তারুণ্যের অসংখ্য স্মৃতি। একই সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করব, একটি শতাব্দীপ্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় সম্পদ শুধু তার অবকাঠামো নয়–তার শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত অর্জন।

**আমাদের আলমা ম্যাটার, আমাদের অঙ্গীকার**

একটি সংগঠনের স্থায়ী শক্তি সদস্যসংখ্যার চেয়ে বেশি নির্ভর করে আন্তরিকতা, পারস্পরিক আস্থা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর। ব্যক্তিগত ব্যস্ততা, বয়সের ব্যবধান ও ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম করে আমরা যদি একই পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, তবে ঢাকা শাখা একটি কার্যকর সামাজিক নেটওয়ার্ক হিসেবে গড়ে উঠবে।

ব্রজলাল কলেজ আমাদের অতীতের গৌরব; সেই গৌরবকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করাই আমাদের দায়িত্ব। স্মৃতিকে বন্ধনে, বন্ধনকে সহযোগিতায় এবং সহযোগিতাকে সেবায় রূপান্তরিত করতে পারলেই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জিত হবে।

'রেনেসাঁ: ঢাকা শাখা' সেই সম্মিলিত প্রত্যয়ের নাম–যেখানে অতীতের স্মৃতি অনুপ্রেরণা জোগায়, বর্তমানের বন্ধন শক্তি সৃষ্টি করে এবং ভবিষ্যতের সেবা হয়ে ওঠে আমাদের পথচলার লক্ষ্য।

স্মৃতি থেকে বন্ধন, বন্ধন থেকে সেবা–এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।





# সুন্দর হে সুন্দর!

এ.কে মাসুদ (এডামস)
জীবন সদস্য নং- ৫৫৪

মানবিক বিভাগের ছাত্র আমি। বি,এল কলেজে ভর্তির পর যার সাথেই দেখা হয় সতীর্থ এবং অগ্রজ অধিকাংশই চেনা মুখ। আর যারা অপরিচিত তাঁদের সাথেও কোন না কোন বন্ধুর মাধ্যমে পরিচিত হয়ে যাওয়া শুরু হলো। বৃহত্তর খুলনা যশোরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত শিক্ষার্থীর নিত্য মুখরিত মিলনমেলা সার্বিক অর্থে খুলনার তৎকালীন বৃহদায়তন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারী ব্রজলাল কলেজ। বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়কে চিনতাম বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যায়নকারী সতীর্থ বন্ধুদের কল্যাণে।

পিপলস জুট মিলস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়েই খালিশপুর শিল্প উপ-শহরে অবস্থিত সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণে আন্তঃবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে, খুলনার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণকে মিল কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত গাড়িতে করে নিয়ে আসা ও পৌঁছে দেওয়ার কারণেই আমি তাঁদের চিনেছিলাম। তাঁরাও হয়তো চিনেছিলেন। কিন্তু, তখন আমি মনে রাখার মত কেউ হয়ে উঠিনি বলেই মনে রাখেননি। কিন্তু, এই অধমকে মনে রেখেছিলেন সরকারী ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ সর্বজনাব, কায়কোবাদ স্যার, গণি স্যার, আনোয়ার হোসেন স্যার, বাংলাদেশ বেতার খুলনার নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী শ্রীযুক্ত সাধন রঞ্জন ঘোষ এঁরা সবাই ছিলেন বাংলা বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক। আর ছিলেন জলদ গম্ভীর কণ্ঠের অধিকারী অর্থনীতি বিভাগের শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদ স্যার।

কলেজে ক্লাসের সুবাদে ইংরেজি বিভাগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় জিল্লুর রহমান স্যার, শামীম খান স্যার, মফিজ স্যার, শামসুদ্দীন স্যার, তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান মজিবুর রহমান স্যার, সাধারণ ইতিহাস বিভাগের হারুন অর রশীদ স্যার। সাধারণ ইতিহাসের হেড স্যার জালাল আহমদ স্যার, বাংলা বিভাগের জাহানারা ম্যাডাম। শ্রদ্ধেয় মাসুদ ভাইয়ের পিতা তালুকদার স্যার, বন্ধু আশিফ রহমান এর পিতা আয়ুব স্যার, বি, করিম স্যার, যাঁদেরই সাথে কলেজ ক্যাম্পাসে বা ক্যাম্পাসের বাইরে দেখা হয়েছে শ্রদ্ধাভরে মাথা নিচু করেই সালাম জানিয়েছি। কর্ম জীবনে এসে স্যারদের অনেকের সাথে ঢাকায় দেখা হয়েছে। সালাম ও কুশলাদি বিনিময় হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ দু'আ করেছেন পরম আপত্যে, স্নেহে ও ভালোবাসায়।

আমার পাঠ্যক্রমে গণিত না থাকায় গণিত বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব হারুনুর রশীদ স্যারের সাথে তেমন করে জানা শোনা ছিল না আমার। ব্রজলাল কলেজের প্রাক্তনী এবং পরবর্তীতে গণিত বিভাগের শিক্ষক এবং বি.এল কলেজ অ্যালোমনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে তাঁর নাম জানতে পারি এবং এমন এক মহতী উদ্যোগের বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির জন্য হৃদয় শ্রদ্ধা ও শুভকামনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। এর মাঝে অ্যালোমনাই অ্যাসোসিয়েশনের নিবন্ধনের মাধ্যমে (এইচ এস সি) ১৯৮১ ব্যাচের অন্যান্যদের সাথে আমিও আজীবন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হই এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কলেজ ক্যাম্পাসে যাই। এবারে স্যারকে কাছ থেকে দেখার ও তাঁর মূল্যবান বক্তব্য শোনার সুযোগ হলো।

আগেই বলেছি তাঁর ক্লাস করার সুযোগ আমার হয় নি। কিন্তু, এজিএম-এর মাধ্যমে অনুচ্চস্বরে অথচ প্রচণ্ড দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে পরিষ্কার উচ্চারণে তাঁর বক্তব্য প্রক্ষেপনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন তাঁর শারীরিক মানসিক কর্মক্ষম সক্ষমতার কথা। ইতিবাচক মানসিকতার যে উৎকর্ষ পরিচয় তিনি দিলেন তা কোন অবস্থাতেই পোশাকী ছিল না। ছিল তাঁর ঐকান্তিক চিন্তা চেতনার প্রত্যক্ষ পরিচ্ছন্ন প্রকাশ।

বি.এল কলেজে অ্যালোমনাই অ্যাসোসিয়েশনের জন্য যা তিনি কল্যাণকর মনে করেছেন, নির্বাহী কমিটিতে তা-ই প্রস্তাব আকারে উপস্থাপন করেছেন। অনুমোদন প্রাপ্তির পর তিনি ও তাঁর পরিষদবর্গ কাজের মাধ্যমে সেই প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করেছেন পরম নিষ্ঠার সাথে। আর তাঁরই কর্মযজ্ঞের ফলরূপ

কলেজ ক্যাম্পাসে অ্যালোমনাই অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব দ্বিতল ভবন। ভবনে অ্যালোমনাই অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তর, চিকিৎসা কেন্দ্র ও সভাকক্ষ। তাঁর এই উদ্যোম ও উদ্যোগ শুধুমাত্র বি.এল কলেজ অ্যালোমনাই অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রিক নয়।

প্রফেসর হারুন-অর-রশীদ স্যারের লেখালেখির জগৎটা বেশ বর্ণাঢ্য। ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রম নির্ধারণে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাথে একাধিকবার কাজ করেছেন। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় ২৫টির অধিক পাঠ্যবই লিখেছেন যা NCTB , বাংলা একাডেমি এবং বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম বই Practice in commercial Mathematics প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে গণিত বিষয়ে ব্যবহারিক কোর্স অন্তর্ভুক্ত হলে তিনিই প্রথম গণিতের ব্যবহারিক বই লেখেন। গণিত ইতিহাস নিয়ে গবেষণা এবং লেখালেখি করেন। শ্রেণিপাঠ্য ছাড়া প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই "A Galaxy of Mathematicians", "গণিত আকাশের উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জ", "গণিত বিজয় করল যাঁরা", "গণিত আকাশের দশ প্রমীলা", "শূণ্য আবিষ্কার", "গণিতের কুইজ ও গেমস", "গণিতের মজার কৌশল" প্রভৃতি গণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থমালা।

বি.এল কলেজে শ্রদ্ধেয় হারুন স্যার ছাত্র জীবন থেকে আরম্ভ করে, একই কলেজে শিক্ষক জীবনের সূচনা, অন্যান্য শিক্ষকগণ, তাঁর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক অবস্থায় তিনি তাঁর যে সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের সহশিক্ষক হয়েছিলেন এবং তাঁর যে সকল ছাত্র-ছাত্রীগণকে এই বি.এল কলেজের পরবর্তীতের তাঁর সহশিক্ষকরূপে পেয়েছেন সে সমস্ত এবং অ্যালোমনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবনা ও তা বাস্তবায়নের স্মৃতি কথা তাঁর অন্য একগ্রন্থে "শতাব্দীর সাক্ষী বি.এল কলেজ স্মৃতির পাতায়" লিপিবদ্ধ করেছেন পরম আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায়। উক্ত গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় হারুন স্যার তাঁর অনুজপ্রতিম ছাত্র ও পরবর্তীতে বি,এল কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ অমল কান্তি বিশ্বাসকে স্মরণ করেন অকৃত্রিম মমতা ও আন্তরিকতায়। ঠিক তেমনই বিভিন্ন আংগিকে কলেজ, শিক্ষক, শিক্ষর্থী, প্রশাসন ও রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বদের নিয়েও নিরপেক্ষ ও কঠোর সমালোচনা করেছেন উক্ত গ্রন্থে।

আমার দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ সমালোচনাকারী বা আন্তসমালোচনাকারী, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, দেশ ও দেশের মানব সম্পদের উন্নয়নকারী ব্যক্তি-ই হলেন একজন পরিশুদ্ধ মানুষ একজন শুদ্ধাচারী প্রাণ। আগে এমন শুদ্ধচারী মহাজন সমাজে প্রচুর থাকলেও বর্তমানে এঁদের খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব হারুন অর রশীদ স্যারের মত এমন ত্যাগী, যোগী মহৎ জনের সকল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা, তাঁর পাশে থাকা সত্যি-ই ভাগ্যের ব্যপার।

আমাদের শ্রদ্ধেয় হারুণ স্যার ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ সেই হিসেবে তিনি সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২৬ তারিখে পঞ্চনবর্তি বর্ষ বা পঁচানব্বই বৎসরে পদার্পন করেন। প্রার্থনা ও প্রত্যাশা করি, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে দীর্ঘ জীবন দান করেন ও সার্বিক সুস্থ থাকার তৌফিক এনায়েত করেন। আমীন। দীর্ঘজীবী হউন, সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আমাদের সুন্দরতম শিক্ষক।

আপনার ক্ষণকালের সঙ্গ লাভে আমার যে অমোঘ প্রাপ্তি হয়েছে, তা কবি গুরুর সংগীতের অনুকরণে বলতে হয়ঃ

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর, সুন্দর হে সুন্দর।।
আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর সুন্দর হে সুন্দর।।
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত!
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর সুন্দর হে সুন্দর।।"




We Mourn
On behalf of
B.L College
Alumni Association
Dhaka Branch
We are proud
of Khokon.
He will always
remain a cherished
Milestone
in our journey
and forever live
in our hearts.
May Allah
bless him, grant him
His mercy, and
accept him into
Jannatul
Firdaus.
KHOKON
1965-2026
Dr. Mahmudul Bashar Khokon
HSC 1982
Courtesy:
Md. Mahbubul Bashar Kochi
HSC 1976.
Elder Brother of Dr. Mahmudul Bashar Khokon

# আমাদের প্রিয় প্রাঙ্গন



হাবিবা খানম
জীবন সদস্য নং-৫৪০

অন্তর গহীনে জানাশোনা- উন্মুক্ত হয় হৃদয়,
ব্রজলাল চক্রবর্তী শাস্ত্রী কোন এক আলোময় প্রভাতে
দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের তরুণ-তরুণীর
উদ্দিপ্ত মঙ্গলে অভিষিক্ত হলেন।

প্রতিষ্ঠিত হল দৌলতপুরে হিন্দু একাডেমি ক্রমশ
সরকারি ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।
উচ্চ বিদ্যা শিক্ষার এক মহান পাদপীঠ।
১৯০২ সালে সংগঠন করে, আজও অজস্র জীবন,
উন্নতজীবনে সমাসীন নিরন্তর।

ভৈরব নদীর তীর ঘেঁষে সবুজাভ বৃক্ষরাজি
লতা গুল্ম ছড়িয়ে, দাঁড়িয়ে আছে অবিরাম,
অসম্ভব সুন্দর সম্পদ নিরবে,
কত কি যে বলে যায়।

শ্যামল প্রাঙ্গণে বসন্তে কোকিল কূহরে
আচমকা গেয়ে ওঠে মাছরাঙ্গা,
দোয়েল, বুলবুলি পাখি।
প্রভাত সন্ধ্যায় নদী তীরের
প্রকৃতি প্রার্থনা রত চিরদিন।
আছে মসজিদ, মন্দিরের আহ্বান,
হৃদয় পেখম খোলে,
এইখানেই আমাদের জয় ।

আছে বড় বড় ক্লাস রুম, প্রশাসনিক কক্ষ,
ফ্যাকাল্টি, স্বনামধন্য প্রফেসর, শিক্ষক,
প্রখর এফেক্টিভ লার্নিং মেথড, উন্মুক্ত খেলার
মাঠ, লাইব্রেরী, কমন রুম, পুকুর, মাঠ ঘাট,
টিনশেড ছাত্রাবাস, বিল্ডিংগুলো স্মৃতিগাঁথা।

এইখানে শুনেছি সহস্র পংক্তি কবিতার, সুরের
প্রেরণা, তর্ক বিতর্ক খেলার উন্মাদনা,
বন্ধুত্ব, ভালোবাসার কথা ।

জীবনের জন্য যা যা সুন্দর, গ্রহণীয়, তার
সবটুকুই পেয়েছি তোমার বারতায়,
হে আমাদের প্রিয় প্রাঙ্গন।।



# স্যুভেনির


**নাসিমা সুলতানা**
জীবন সদস্য নং- ৬২৪


বিএল কলেজের উঠোন জুড়ে হাসির যে রেশ,
আজও মনে বাজে তার সুর, অমলিন অবশেষ।
বন্ধুত্বের সেই দিনগুলো, রোদেলা বিকেল ভরা,
মনের খাতায় লিখে রাখা সোনালি এক ধরা।

ক্লাসরুমে স্বপ্ন বোনা, গল্পে মাখা সময়,
অল্পতেই আনন্দ খুঁজে নিতাম নির্ভয়।
চেনা পথে হাঁটতে গিয়ে মনে পড়ে আজ,
স্মৃতিগুলো হৃদয় জুড়ে তোলে নীরব সাজ।

স্মৃতির এই স্যুভেনিরে আঁকা প্রতিটি মুখ,
ভালোবাসার রঙে রাঙা অমলিন সেই সুখ।
ঈদের এই পবিত্র দিনে মিলনের ডাক,
অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনে জাগে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

পুরোনো মুখ, প্রিয় মানুষ, হাসিতে ভরে মন,
পুনর্মিলনের উষ্ণতায় জাগে ভালোবাসার ক্ষণ।
স্মৃতিরা যেন আলো হয়ে ছড়াক চারিধার,
ভ্রাতৃত্ব আর ভালোবাসায় হোক জীবন উদ্ভাসিত পার।

বিএল কলেজ, তোমার ঋণ রবে হৃদয়ে চিরকাল,
এই স্যুভেনিরে বেঁচে থাক স্মৃতির অমলিন জয়গান।

# ভুল ট্রেনঃ বি এল কলেজ- স্টেশন



**শিমুল পারভীন**
জীবন সদস্য নং-

বি এল কলেজ- স্টেশন,
ভুল ট্রেনে উঠে বসেছি সেই কবে।
আজো নামতে পারিনি আর।

যত দূর ততই পথ দীর্ঘ হয়েছে।
নামি নামি করে নামা হয়নি আর, পরের স্টেশনে।
দূর থেকে দূরে ছুটে চলেছে অজানার ট্রেন।
বি এল কলেজ থেকে ওঠা
তারপর দীর্ঘ আঁকা বাঁকা রাস্তায় ছুটে ছুটে চলেছে জীবনের ট্রেন।

ভুল পথে ভুল মানুষ যেন নিয়তির,
আষ্টেপিষ্টে বেঁধে দিয়েছে ঘূর্ণিবাকে।
অনেকদিন ভেবেছি ছাউনি বিহীন ঘুমন্ত স্টেশনে
নেমে যাবো চুপিসারে।
শুকনো পাতারা কতো নিঃশব্দে ডেকেছে অদৃশ্য সুতোয় দোল খেতে খেতে

অনাদি কালের স্বপ্নেরা আমার জন্মদাগ মনে করিয়ে নামতে বলেছে লাল ধূলোর মেঠোপথে।
বাতাসে বাল্যকালের গন্ধে আমি ফিরে পেয়েছি যেন গত জন্মের স্মৃতি।
সেই কোকিলের ডাক কাকের বাসায় আজও কোকিলের ছানা ডাকছে,
আর আমি জ্যোৎনার সরলরেখার দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকেছি!
যেন আড়ালের মায়াময় দেশ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে
আর মনে করিয়ে দিচ্ছে আমার বাল্যস্মৃতি,

প্রভাত ফেরীর কাঁচা কাঁচা গান-আয় কে যাবি আয়, বাঁধন খুলে আয়.....
সভ্যতার মধ্যরাতে গত শতাব্দীর গর্জন, ভূমিকম্প,
তবু ফিরে যাওয়া হয়না, মিলিয়ে নেওয়া যায়না!
শুকনো ঘাসের ওপর নিশ্চিত ফোঁটা ফোঁটা জল আমারই বেদনার
ডালিম রাঙা ফুল গুপ্তধনের মতো ট্রাজিক কাহিনী বুনে বুনে লিখে গেছে সাদা পাতায়,
তবু নামা হয়নি পরের স্টেশনে।

ভুল পথের বিএল কলেজ স্টেশন থেকে ওঠা -
ভুল ট্রেনের যাত্রা চলছে আজও অবিরাম।



# তরুপল্লবে আঁকা মোর স্মৃতিডালা

**ড. মোল্যা রেজাউল করিম**, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ,
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯০-৯১, রোল নং-২৯০৫।
বর্তমানেঃ বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর। (বিসিএস বন ক্যাডার)

"কিছু বৃক্ষ শুধু মাটিতে জন্মায় না; তারা জন্ম হয় মানুষের হৃদয়ে। সময়ের তালে তার শিকড় মাটির গভীরে যতটা "কিছু বৃক্ষ শুধু মাটিতে জন্মায় না; তারা জন্ম হয় মানুষের হৃদয়ে। সময়ের তালে তার শিকড় মাটির গভীরে যতটা প্রোথিত হয়, মানুষের মননে ও স্মৃতির গভীরেও ততটাই সে বিস্তৃতি লাভ করে।"

দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সরকারি ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ- বি. এল. কলেজ, খুলনা আমার কলেজ। বিস্তৃর্ণ সবুজের গালিচায় বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, চুন-সুরকি নির্মিত পুরাতন লাল দালান, আধুনিক সব ভবন, খোলামাঠ, বৃক্ষরাজি, বৃহদায়তন পুকুর, ক্যাম্পাসের হৃদপিন্ড ছুঁয়ে কুলকুল রবে বয়ে চলা ভৈরব নদী আর অসংখ্য প্রজন্মের পদচারণায় মুখর এই স্মৃতিময় বিদ্যায়তনের সঙ্গে আমার জীবনেরও এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ১৯০২ সনে উপমহাদেশের খ্যাতিমান দানবীর হাজী মোহাম্মদ মহাসিনের প্রদত্ত ৪০ একর এবং মহামতি ব্রজলাল শাস্ত্রীর দেওয়া দুই একর মোট ৪২ একর পূণ্যভূমিতে গড়ে ওঠা বি. এল. কলেজ আমার মতো হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে মানুষে রুপান্তরের সুনিপুন কারখানা। ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসে পদার্পনের পর থেকে ১৯৯৬ এর সেপ্টেম্বর আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি কেটেছে এই প্রাঙ্গণে। ছাত্রজীবনের সেই দিনগুলো আজ বহু দূরের স্মৃতি হলেও স্মরণের মণিকোঠায় সুভাষিত খুশবু ছড়ায় সারাক্ষণ, আর অমলিন হয়ে সাদাকালোয় ভাস্বর হয় ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে সেই সময়ের একটি ছোট্ট ঘটনা যেন আমার জীবনের সঙ্গে জীবন্ত হয়ে অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রেখেছে বি. এল. কলেজকে।

আজ যে গাছটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ তীতুমীর হল ও মহাসিন হলের রাস্তার সংযোগস্থলে মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে- তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল একেবারেই ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন রূপে, কাকতালীয় ভাবে। তখন সে কোনো বৃক্ষ ছিল না, ছিল না কোনো মহিরুহ হওয়ার দৃশ্যমান সম্ভাবনাও। ছিল মাত্র এক-দেড় ইঞ্চির মতো দুই পাতা বিশিষ্ঠ ক্ষুদ্র একটি বটের চারা- গোড়া কাটা, প্রায় শিকড়বিহীন, অসহায়।
ভোর সকালে ড. জোহা হলের গেটের ডান পাশে তাকে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। আগেরদিন কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত শ্রমিক হলের ছাদ পরিষ্কার করেছেন। সেই রাতের বৃষ্টিতে গোড়াকাটা চারাটি ছাদ থেকে পানির সাথে নিচে পড়েছে। তার গোড়া থেকে সূক্ষ্ম একটি শিকড় বের হওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা চোখে পড়েছিল। ছোট্ট সেই চারাটিকে দেখে আমার মনে হলো -সে বাঁচতে চায়, পৃথিবীবাসীর সাহায্য চায়। তার বিন্দুবৎ একটি শিকড় গজানোর চেষ্টা যেন শুধু একটু আশ্রয়, একটু মাটি, একটু যত্ন পাওয়ার আকূল আকুতি। যেন অস্ফুটে চিৎকার করে বলছে, একটু মাটির সংশ্রব পেলেই হয়তো সে বেঁচে উঠতে পারবে পৃথিবীর জন্য, পরিবেশের জন্য, সভ্যতার প্রয়োজনে।

মানুষের জীবনে কিছু কিছু মুহূর্ত আসে, যখন যুক্তির চেয়ে মমতা বড় হয়ে ওঠে। আমি চারাটিকে হাতে তুলে নিলাম। সদ্যজাত একটি অসহায় বা পরিত্যাক্ত শিশুকে পরম মমতায় কোলে তুলে নেওয়ার মতোই একবুক আবেগে, একরাশ ভালোবাসায়, স্নেহে মমতায়। আমার রুমে মুড়ি খাওয়ার একটি সামান্য টিনের কৌটায় মাটি ভরে তাতেই রোপণ করলাম চারাটি। শুরু হলো তার সঙ্গে আমার এক অদ্ভুত সহাবস্থান -পরম মমতায়, যত্ন, পরিচর্যা, আদর, অভিমান, লুকোচুরি আর ভালোবাসার সম্পর্ক।

আমার আবাস ছিল ড. জোহা হলের ১১ নম্বর কক্ষ। সেই কক্ষেই জানালার পাশে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে লাগল আমার বটচারা। দিন যায়, মাস যায়- আর আমার চোখের সামনে বদলে যেতে থাকে সে। একসময় টিনের কৌটার সীমা ছাড়িয়ে সে বড় হতে লাগল। ছয়-সাত ফুটের তরুণ বৃক্ষে পরিণত হলো আমার ছোট্ট সঙ্গী। আমি শুধু একা নই, পাশের রুমের অন্যরাও সযত্নে চারাটি লালন পালনের সুযোগ পেতে আবদার করতো, কখনো কখনো ২/৪ দিনের জন্য তাদের রুমে নিয়ে যেতো অনেকেই।

তখন বুঝতে পারলাম, এটি আর শুধু একটি চারাগাছ নয়। সে আমার নিজের হাতে লালিত একটি জীবন। তার সঙ্গে আমার এক ধরনের নীরব কথোপকথন তৈরি হয়েছিল। আমি তাকে দেখতাম, সে নীরবে বেড়ে উঠত। কখনো তার পাতা ঝরত,
কখনো নতুন কুঁড়ি আসত। কখনো মনে হতো সে অভিমান করেছে, আবার কখনো মনে হতো সে যেন তার নতুন পাতার হাসিতে আমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে। কখনো ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার সময়ে তাকে একা রেখে যাওয়ার নিরব বেদনা অনুভূত হতো শিরায় উপশিরায় অলিন্দে নিলয়ে।

ওর সাথে আমার খুনসুটির শেষ ছিলনা। ক্যাম্পাসের প্রেমিক যুগলের মতোই তার সাথে ছিল আমার প্রাত্যহিক জীবনের নানা মান-অভিমান, ভালোলাগা-বকুনি, হাসি-তামাশার নানা অনুসঙ্গ। আমার সাথে তার যত কথা হতো, তা লিখে রাখলে
হয়তো হতো আরেক মহাকাব্য। সকালে ক্লাসে যাবার সময়ে তাকে রুমের জানালার পাশে রেখে যেতাম রুমের ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে। দুপুরে ক্লাস শেষে রুমে ফিরে এসে তার অগ্রভাগ জানালার বাইরে উঁকি দিতে দেখা যেত। আর এমনটি হতো প্রতিদিন প্রতিবেলায়। একসময় মনে হলো- একটি গাছকে কেবল নিজের ঘরে রেখে বড় করা নয়, তাকে তার প্রকৃত ঠিকানায় ফিরিয়ে দিতে হবে। তার চাই আকাশ, মাটি, বাতাস, বৃষ্টি, আলো; চাই মানুষের জন্য ছায়া দেওয়ার বিশাল পরিমন্ডল।

১৯৯৬-এর মাঝামাঝি সময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম, ক্যাম্পাসে চারাটি রোপণের অনুমতির জন্য। সদাশয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদন মিলল। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সহায়তায় নির্ধারিত হলো তার নতুন ঠিকানা- কলেজ ক্যাম্পাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সেদিন বিকেলেই হলের ছোট ভাই আনিস, হাসানসহ আরও অনেকে এগিয়ে এসেছিল। তারা ছিল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী- যেদিন একটি টিনের কৌটায় বেড়ে ওঠা ক্ষুদ্র চারাটি প্রথমবারের মতো নিজের মাটিতে পা রাখল। তারপর শুরু হলো আরেক জীবন।

চারাটি বড় হতে লাগল, শিকড় ছড়াতে লাগল, ডালপালা বিস্তার করল। আকাশের দিকে উঠতে উঠতে একদিন সে হয়ে উঠল মহিরুহ। আজ সেই বটগাছটির দিকে তাকালে আমার কাছে মনে হয় এটি শুধুই একটি বৃক্ষ নয়। এটি আমার তারুণ্যের এক জীবন্ত দলিল। এটি আমার শিক্ষার্থী জীবনের একটি অংশ। এটি আমার স্বপ্ন ও স্মৃতির শরীরী রূপ। আমার হৃদয়ের একান্ত ভূখন্ডে তার জন্য যে জায়গাটি তৈরি হয়েছিল, তা আজও অমলিন।

প্রবাহমান সময় গড়িয়েছে, আমি ক্যাম্পাস ছেড়েছি, জীবনের প্রয়োজনে দূর-দূরান্তে ছুটেছি। কিন্তু গাছটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়নি। একবার বিদ্যুৎ বিভাগের লোকেরা গাছটির একটি ডাল কেটেছিল। তখন আমি রাজশাহীতে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা পদে, খবরটি কেউ একজন আমাকে সুদূর রাজশাহীতে পৌঁছে দিয়েছিল। খবরটি শুনে মনটা কেমন আনচান করে উঠেছিল। এত বছর পরেও গাছটির একটি ডাল কাটার সংবাদ আমাকে বিচলিত করে -এটা হয়তো বাইরে থেকে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে তা অদ্ভুত নয়, হৃদয়ের অদৃশ্য বন্ধন, অমোঘ টান। কারণ, আমি জানি তার জন্মের গল্প, আমি জানি, সে কোথা থেকে এসেছিল। আমি শুনেছি, তার প্রায় শিকড়হীন অসহায়ত্বের বুকফাঁটা আর্তনাদ। আমি তার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা স্বচক্ষে দেখেছি। আর আমার স্পর্শের সামান্য মাটি, পানি ও যত্ন তাকে দিয়েছিল বেঁচে থাকার একটি অনাবিল সুযোগ। তাই আমি তার সুখে আনন্দিত হই, তার কষ্টে ব্যথিত হই, অদৃশ্য এক বন্ধনে আমরা যেন আজও পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছি।



পিকচার-২০০৮ সাল

ছোট্ট এই ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে আজকের পৃথিবীর বাস্তবতার রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। মানব সভ্যতা আজ প্রকৃতির সঙ্গে এক কঠিন সংঘাতে লিপ্ত। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডে পরিবেশের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ পৃথিবীকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রকৃতিও তার প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে- কখনো অস্বাভাবিক তাপপ্রবাহে, কখনো বন্যায়, কখনো ঘূর্ণিঝড়ে, কখনো দীর্ঘ খরায়, কখনো জীববৈচিত্রের দ্রুত অবক্ষয়ে। যেন সময় ও সভ্যতার এক কঠিন সংঘাত।

এই সংঘাতে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য রক্ষা এখন আর বিলাসিতা নয় -এটি অস্তিত্বের অপরিহার্য শর্ত। প্রকৃতি সংরক্ষণের এমনই দায়িত্বপূর্ণ কাজ শেষে খুলনা হতে ঢাকা ফেরার পথে হঠাৎ যেন এক অমোঘ টান অনুভব করলাম। গাড়ি থামল বি. এল. কলেজের সামনে। বহু বছর পর আমি ফিরে এলাম আমার সেই পুরোনো ক্যাম্পাসে। শেষ বিকেলের আলো তখন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে, ক্যাম্পাসের পথে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম সেই বটবৃক্ষ -আমার বটগাছটির সান্নিধ্যে। যে একদিন ছিল মাত্র এক-দেড় ইঞ্চির একটি অসহায় চারা, আজ সে বিশাল বৃক্ষ। তার শিকড় মাটির গভীরে, ঝুরি নেমেছে আকাশ থেকে, ডালপালা বিস্তৃত হয়েছে চারদিকে। তার ছায়ায় মানুষ হাঁটে, বসে, বিশ্রাম নেয়, অনাগত জীবনের পরিকল্পনা আঁকে প্রেমিক যুগল।

তার ডালে পাখি বসে, ছোট-বড় প্রাণী আশ্রয় পায়। তার সবুজ পাতার ভেতর দিয়ে বাতাস ছুটে যায় অক্সিজেনের প্রবাহ নিয়ে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে উপলব্ধি হলো, সময়ের দুই প্রান্ত যেন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে -একদিকে ড. জোহা হলের ১১ নম্বর কক্ষের সেই তরুণ ছাত্র, অন্যদিকে আজকের আমি। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি বটগাছ -দুই-জীবনের নীরব সাক্ষী। গাছটির সামনে দাঁড়ালে মনে হয় -আমিই যেন আমার অতীতের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সেদিন চারাটি ছিল আমার হাতে, আজ তার ছায়ার নিচে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য আমার। আমি তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছিলাম। আজ সে যেন অসংখ্য মানুষ ও প্রাণীকে বাঁচার আশ্রয় হয়েছে -এটাই প্রকৃতির কাছে মানুষের সবচেয়ে সুন্দরতম প্রত্যাবর্তন।

একটি ছোট্ট চারাকে বাঁচিয়ে তোলার ঘটনা হয়তো ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়ার মতো বড় কোনো বিষয় নয়। কিন্তু পৃথিবীকে বাঁচানোর ইতিহাস হয়তো এমন অসংখ্য ছোট ছোট কাজ দিয়েই লেখা হয়। একটি চারা রোপণ মানে শুধু একটি গাছ লাগানো নয়। একটি গাছ মানে -একটি ছায়া, একটি আশ্রয়, অসংখ্য প্রাণের আবাস, মাটির সঙ্গে শিকড়ের বন্ধন, বাতাসের নির্মলতা, পাখির নিরাপদ ঠিকানা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ উত্তরাধিকার। আমি প্রায়ই ভাবি, এই বটগাছটি হয়তো আমার চেয়েও দীর্ঘজীবী হবে। আমি থাকব না, কিন্তু হয়তো সে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার ডালে নতুন প্রজন্মের পাখি বসবে, তার ছায়ায় আসবে নতুন সময়ের শিক্ষার্থীরা, বসবে তার শিকড়ের বেদিতে, নতুন প্রজন্মের মানুষ তাদের স্মৃতি তৈরি করবে। হয়তো আমার মৃত্যুর সময়কালে তার শাখায় বসে সুরেলা কণ্ঠে গেঁয়ে উঠবে কোন পাখি, দখিনা সমিরণে কচি পাতা দুলতে দুলতে আমায় বলবে- "হে শ্রান্ত পথিক, তোমাকে বিদায়"। হয়তো পাঁচশ বছর পরও কোনো এক বিকেলে কেউ তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভাববে-কেউ একজন একদিন এই চারাটিকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল।





# "স্মৃতিতে অম্লান বি.এল. কলেজ

মোঃ শাহজাহান মিয়া সম্রাট
জীবন সদস্য নং-৮১৩

দক্ষিণ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বি.এল কলেজ বা ব্রজলাল কলেজ। বি.এল কলেজে পড়াশোনা করাটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার কারণ, যে কেউ এই কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পায় না । ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই কলেজে ১৪ টি বিষয় অনার্স এর ওপর পাঠ দান করা হতো এবং ২টি বিষয়ে এম.এ পড়ার সুযোগ ছিল। সবই ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। আমি বি.এ পাস করার পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ পড়ার সুযোগ পাই। বি.এল কলেজে ছাত্র থাকাবস্থায় আমি ২ জন স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল পেয়েছিলাম। একজন মরহুম প্রফেসর ফজলুল করিম স্যার, অন্যজন প্রফেসর মরহুম নাজমুল হক স্যার। উভয়েরই দেশের বাড়ি বৃহত্তর ফরিদপুর। প্রফেসর নাজমুল হক স্যার পরবর্তীতে নায়েমের ডিজি হিসেবে পদায়িত হয়েছিল।

আমি ১৯৮২ সনের জুন বা জুলাই মাসে বিএল কলেজে বি.এ তে ভর্তি হই। তখন প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রফেসর মরহুম ফজলুল করিম স্যার। তার কাছে থেকে ভর্তির অনুমতি আনতে গিয়ে রীতিমতো স্যারের সাথে আমার বাগযুদ্ধ হয়েছিল। হোস্টেলে সিট না পেয়ে আমাদের কলেজের কাছে আনোয়ার ছাত্রাবাসে থাকা- খাওয়ার বন্দোবস্ত করি এবং রীতিমতো পড়াশোনায় মনোনিবেশ করি। ওই সময় খুব ইয়ার গ্যাপ হতো। যার প্রেক্ষিতে ১৯৮৩ সনে আমাদের পরীক্ষা না হয়ে ১৯৮৪ সনের মার্চ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হলো। ১৯০ জন, আমরা কলা বিভাগে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আমি সহ ২৭ জন পাস করলাম এবং এমএ তে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলাম।

আমি ১৯৮০ সন থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। বি.এল কলেজে ভর্তির পর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একটি কমিটি পাই। যার সভাপতি ছিল মোঃ কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম বাদল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ছিল নদীর ওপারের সেনহাটির সুলতান আহমেদ। স্বল্প সংখ্যক ছেলেমেয়েরা তখন ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল কারণ দেশে তখন স্বৈরশাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর নেতৃত্বে সামরিক শাসন চলছিল। প্রথম যেদিন আমি একটি মিছিলে অংশগ্রহণ করি তাতে মাত্র ২৭ জন নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। তারপর ধীরে ধীরে সামরিক শাসনের জোর কমতে থাকে আর আমাদের দলের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি বি.এ পরীক্ষা দেওয়ার পর ডঃ জোহা ছাত্রাবাসের ৩ নং রুমে একটি শূন্য সিটে গেস্ট হিসেবে উঠি এবং এম.এতে ভর্তির পর ওই সিটটি আমার নামে বরাদ্দ করে নেই। যাহাতে ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বি.এল কলেজ ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ওখানেই থাকি।

আমার ছাত্রাবস্থায় বি.এল কলেজে দুইবার 'ছাত্র সংসদ নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ১৯৮৬ সনের ১৪ই ডিসেম্বর, অপরটি ১৯৮৯ সনের নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে। ১৯৮৬ সালের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে আমি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেলে ভিপি পদে নির্বাচন করি। আমাদের প্যানেল ছিল 'সম্রাট, ডিউক, শাহজাহান'। এখনকার ছেলেরা অর্থাৎ ছাত্র কর্মীরা ওয়ালিং বা পোস্টার লাগাতে অভ্যস্ত নয়। অথচ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের তৎকালীন খুলনা মহানগর কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক,পরবর্তীতে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মোঃ কামরুল ইসলাম আমাদের নির্বাচনের সমস্ত ওয়ালিং করে দিয়েছিল। তাকে সহযোগিতা করেছিলেন অধ্যাপক তরিকুল ইসলাম। নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির নির্বাচিত হয়েছিল। ১৯৮৯ সনের যে 'ছাত্র সংসদ নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রদল মিলে আমরা 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' গঠন করেছিলাম। সেই নির্বাচনে এ.এস এম রুবায়েত হোসেন বাবু ভিপি ও শহীদুল ইসলাম বন্ধ জি.এস নির্বাচিত হন। আমরা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনে জড়িত থাকলেও আমাদের মধ্যে দারুন সহমর্মিতা এবং বন্ধুসুলভ আচরণ ছিল। যাহা এখন নিজ দলের মধ্যেও নেই।

বিকালে আমরা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ছাত্রনেতা ও কর্মীরা কলেজের সামনে আব্দুল হাই ভাইয়ের ক্যান্টিনে চায়ের আড্ডায় বসতাম। সেই আড্ডায় বেশ কয়েকজন স্যারও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। তার মধ্যে উলেখযোগ্য ছিল অধ্যাপক নূরনবী স্যার, অধ্যাপক আলী আহমেদ স্যার, ওয়াজেদ কবির স্যার এবং তৌফিক স্যারসহ আরো নানাবিধ শ্রেণী পেশার লোক তাতে সামিল হতেন। যে স্মৃতি এখনো আমার চোখে চোখে ভাসে। বি.এল কলেজের সেই সৌহাদ্যপূর্ণ আচরণ এবং রাজনৈতিক অবস্থান এবং আমাদের সকলের ভ্রাতৃত্বসুলভ মেলামেশা পরবর্তীতে আমি অন্য কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখিনি । যার জন্য বি এল কলেজের সেই স্মৃতি বারবারই আমার সামনে উদিত হয়।





MAT Services BD | FOR STUDY & WORK IN JAPAN



BUILD YOUR

# FUTURE WITH MAT SERVICES BD

MAT Services BD দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জাপানে উচ্চশিক্ষা, ভাষা শিক্ষা ও ক্যারিয়ার গঠনে সহায়তা করে আসছে। অভিজ্ঞ কাউন্সেলিং টিমের মাধ্যমে আমরা সঠিক তথ্য, নির্ভুল ডকুমেন্টেশন এবং ধাপে ধাপে গাইডলাইন প্রদান করি।

### Japanese Language Training

JLPT (N5–N4) preparation with practical Japanese communication skills.

### Higher Education

Admission support for Bachelor's, Master's & PhD programs in Japan.

### SSW & TITP Job Visa

Complete guidance for SSW and TITP job visa with documentation support.

### Skilled Engineer

Career & documentation support for Skilled Engineers.

CONTACT US

CALL US NOW! +880 1994884302

Flat:8A, House:11, Road:07, Sector:07, Uttara

www.matservicesbd.com
matservicesbd@gmail.com

## Group Captain M Atiar Rahman, BUP, psc (Retd)

MDS, MBA
Deputy Managing Director (DMD)
(Market Development)

# Sena Insurance PLC

*(A Concern of Sena Kalyan Sangstha)*

**আপনার নিরাপত্তা আমাদের অঙ্গীকার**

**Corporate Office :**
SKS Tower (12th Floor)
7 VIP Road, Mohakhali
Dhaka-1206, Bangladesh.

Fax : +88-02-55058458

PABX : +88-02 55058455-57 Ext. 104
Cell : +88-01777-784621
: +88-01711-467050
E-mail : atiar@senainsurance.com
: atiar60@yahoo.com

Web : www.senainsurance.com




## SIPLC Services

- Aviation Insurance (বিমান বিমা)
- Fire (অগ্নি)
- Marine (মেরিন)
- Engineering (প্রকৌশল)
- Motor (মটর)
- Health Plan Scheme (স্বাস্থ্য পরিকল্পনা প্রকল্প)
- Overseas Mediclaim (ওভারসিজ মেডিক্লেইম)
- Personal Accident (ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা)
- Miscellaneous (অন্যান্য)

জীবনের প্রতিটি ধাপে, আপনার সাথে সেনা ইন্স্যুরেন্স

Reliable Insurance
for a Safer Future



# আমাদের সময়: ১৯৮২-৮৩

**কিরন চন্দ্র রায়,** সহকারী অধ্যাপক (গণিত)
জীবন সদস্য নং- ৩৭৩

এতক্ষণ গান শুনলেন সাধন ঘোষ ও শামসুন্নাহার করিমের কণ্ঠে– শীতের রাত শুয়ে বালিশের পাশে রেডিওতে গান শুনছি, খুলনা বেতরে। তখনকার সময় এমন রেডিও শোনার বেশ চল ছিল। উনারা দুজনেই বিএল কলেজের। একজন অধ্যাপক, অন্যজন অধ্যক্ষ মহোদয়ের সহধর্মিনী। গানের গলা বেশ ছিলো। প্রথম শ্রেণির আর্টিস্ট। কবিতায় আমাদের বন্ধু শায়লা খান (ইংরেজি কবিতা), মুন্নীর গান প্রতিযোগীতায় আসতো। পুকুর পাড়ের বরাবর লম্বালম্বী প্যান্ডেল হতো। তখনকার কলেজের ভিপি এখন মন্ত্রী মহোদয় জনাব জহির উদ্দিন স্বপন নজর কাড়তো। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ থাকতো উচ্ছল ও প্রাণবন্ত। সুন্দর পরিপাটিতে ছাত্র-ছাত্রীরা কখনো পুকুরপাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যেতো, আবার প্রশস্ত মাঠের এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত। শিক্ষায়তন যে কত আনন্দের, হাসিখুশীর স্থান তা স্মৃতিতে ভাস্মর হয়ে ওঠে এখনো। কলেজে ঢুকতে বাম পাশে রসায়ন ও পদার্থের ব্যবহারিক পরীক্ষাগার। স্কুল পাস করে এসে এমন পরীক্ষাগার দেখে চমকে গিয়েছিলাম। আবার গ্যাস তৈরির বড় যন্ত্র যাতে আবার বেশ শব্দ হয়। সারি সারি জার সাজানো। কাঁচের জারগুলো ক্যামিকেলে ভরা অর্ধ কিংবা তলানীতে। অনেকের দেখাদেখি ব্যবহারিকে উচ্চ নম্বর পাওয়ার আশায় ডেমন্সট্রেটর স্যারের কাছে গেলাম প্রাইভেট পড়তে। ভার্নিয়ার দ্রবক, সরল দোলক, বিদ্যুতের সার্কিট ইত্যাদি বোঝার জন্য, জ্ঞান পরিষ্কার হওয়ার তাগিদে। ট্রেতে সাজিয়ে মৃত ব্যাঙ রেখে পুষ্টিতন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হতো।

ছাত্রাবাসের পার্শ্বেই ভৈরব নদী। নৌকা লঞ্চের আনাগোনা। চোখ দিয়ে দেখি আবার পলকে নতুন নৌকা লঞ্চ হাজির হয়। স্বচ্ছ জলরাশি দেখতে ভালই লাগে। ছেলেরা মেয়েরা দল বেঁধে এখানে সময় কাটাতো। কখনো বিষণ্ন মনে গান করে শান্তি খুঁজে নেয়। আনন্দে আনমনায় সময় চলে যায়। আমাদের বন্ধুদের শিক্ষার যোগ্যতায় সেরা, সেখানের বৈকালিক আড্ডায় বা খাবার টেবিলে পরিমাপ করি, প্রত্যেকের মেধার, বিজ্ঞান বা সাহিত্যের আলোচনা। তাদের মধ্যে অনেকেই নামকরা ডাক্তার, যেমন– অশোক (কার্ডিয়াক), ইঞ্জিনিয়ার পার্থ (রেলওয়ে), অন্যান্যরা দেশে-বিদেশে আছে– নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উজ্জ্বল। মাসের প্রথমে একজন টাকা নিয়ে বাজার করানো ও হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতেন। মাঝে মাঝে জরুরী কিছু নির্দেশ থাকলে মিটিং হতো। হাসি-খুশিতে স্বতস্ফূর্ত তাদের আলোচনায় চা খেতে খেতে গাছের চারা রোপণ করা হলো। জানতে পারলাম, এটার সম্পূর্ণ ম্যাডাম ও কায়কোবাদ স্যারের নিজের ইচ্ছায় গাছের চারা লাগানো হলো। কখনও সকালে আবার বিকেলে ক্লাশ থাকতো। ইংরেজীর চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান স্যার একটা পড়া পড়াতেন, যা বেশ আনন্দদায়ক, মাথায় ঢুকে গেল, কানে এখনও বাজে, we are in some danger তবে যারা প্রাইভেট পড়তো, ওদের নোট নেওয়ার চেষ্টা করতাম। ওয়াজেদ কবীর স্যার বেশ প্রাইভেট পড়াতেন আমার সময়। একজন স্যার বাংলার মানববন্দনা কবিতা পড়াচ্ছেন। শুরু থেকে কয়েক লাইন পড়ে স্যার প্রশ্ন করলেন, মানুষ কখন সভ্য হলো। উত্তর দিতে সবাই আমরা এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি। শেষে স্যারই উত্তর দিলেন, যেদিন একজন নর, একজন নারীর মাথায় চুলের খোপায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন, তখন থেকেই মানুষ সভ্য হলো।
শিক্ষকের পাঠদান, তা দেখে যতনা শিখেছি, তার থেকে ঐ পরিবেশ, বন্ধু এবং সকলের সদাহাস্যের বিদ্যার্জন, পারস্পারিক আলোচনায় কম শিখিনি। শুধু আমিই নই, বিস্তর প্রাক্তনের কাছ থেকে কলেজ আন্তস্পর্শে নানামুখী শিক্ষা নিয়েছি।

নানা ঘটনা বর্ণনায় অনেকের বিরক্ত হতে পারে– তবে তৌফিক স্যার আমাদের আপনি বলে সম্বোধন করতেন। যা আমাদের হাসির উদ্রেক করতো। ঐ সময়ে উদ্ভিদবিদ্যার শিক্ষক জহিরুল হক স্যার অসুস্থ হয়েছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি শিক্ষক হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন, যা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। সময়ের অগ্রযাত্রায় কলেজ ক্যাম্পাসে বি,এল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনর ভবন নির্মিত হয়েছে। ইদানিং প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে স্মৃতির মিনার দেখছি। স্বপ্ন দেখি ভবিষ্যতে অনেক বিজ্ঞানী, গবেষক, সাহিত্যিক, উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে আমার প্রিয় ব্রজলাল কলেজে। তাহলে স্মৃতিময় কাব্য স্বার্থক হবে।



MUST®
SBC SOUTH BANGLA computers

Powering Every Need.
From Solar to Backup.

Solar Inverters · Lithium Batteries · All-in-One ESS · UPS Solutions

Solar & Energy Storage Solutions

Reliable Power Supply
Lower Energy Cost
Safe & Durable
Smart Energy Management

LP1600 2.56-30.72kWh
PH9100 EU-HM 3.6-12kW
PH1100 EU 5-16kW
HBP1800 5-16kW

Reliable UPS Power Solutions

Stabilize Voltage Fluctuations
Fast Backup Response
Wide Capacity Range
Stable & Reliable Performance

CONTACT US

+8801730993770 (WhatsApp)
mizan@southbanglabd.com
southbanglabd.com
323 Shahid Janani Jahanara Imam Sarani, Akram Serenity, Level 5, Elephant Road, Dhaka-1205

MUST | Empower a Better Life Through Clean Energy



# কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই

মোঃ মনিরুল ইসলাম
এইচএসসি ১৯৮৬।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা ইংরেজিতে বলা হয় Artificial Intelligence। মানুষের চিন্তাশক্তি বুদ্ধিমত্তাকে যখন কৃত্রিম উপায়ে কোডিং ও অ্যালগরিদমের সাহায্যে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে মেশিন/যন্ত্রের মধ্যে রুপান্তর করা হয় তখন সেটা Artificial Intelligence বা Ai।

১৯৫৬ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী জন ম্যাকর্থী (John Mccarthy) প্রথম Ai সম্পর্কে ধারণা দেন। Ai তে রয়েছে যেমন ইতিবাচক দিক তেমনি রয়েছে নেতিবাচক প্রভাব।

Ai বিপুল সংখ্যক ডেটাকে খুব কম সময়ে বিশ্লেষণ করে এর ফলাফল খুব দ্রুত দিতে পারে যা অর এর একটা বিরাট সাফল্য হিসেবে ধরা যায়। গল্পের মতো মনে হলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Ai বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, চোখের দাগ, ত্বকের ক্ষত কিংবা বিভিন্ন মেডিকেল ডেটা বিশ্লেষণে Ai কে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে Ai যতই উন্নত হোক, এর ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন কোন দেশের হাসপাতালের ডেটা দিয়ে তৈরি মডেল অন্য দেশের ভিন্ন জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে একই ভাবে কাজ নাও করতে পারে।

আমরা লক্ষ্য করেছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের কণ্ঠ নকল করে বিবৃতি প্রদান করতে দেখা গেছে যা বাস্তবে সঠিক ছিল না। এছাড়াও চেনা/অচেনা মানুষদের ছবি দিয়ে বিভিন্ন Fake Audio/Video করা হচ্ছে যা মানুষকে বিভিন্ন প্রশ্নের/বিভ্রান্তির সম্মুখীন করছে। Ai যে প্রাণঘাতি হয় তারও প্রমাণ রয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনী ২৮ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৬ ইরানের মিনারের একটি স্কুলে হামলা চালিয়ে ১২৩ শিশুকে হত্যা করে। পরবর্তীতে ওয়াশিংটন দাবি করে ত্রুটিপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে এই রক্তক্ষয়ী ভুলটি হয়েছিল।

মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস সম্প্রতি বিশ্ববাসীকে সতর্ক করে বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Ai এতই শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে যে, এর প্রভাবে এমন সব ঘটনা ঘটতে পারে যার ফলে পৃথিবীতে ১০০ কোটি বা ০১ বিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

জাতিসঘের মহাসচিব Antonio Guterres বলেন, Ai ইতিমধ্যে বিশ্বকে পরিবর্তন করেছে, এখন প্রশ্ন হলো এই পরিবর্তনকে আমরা সম্মিলিত ভাবে পরিচালনা করব, নাকি পরিবর্তনই আমাদের পরিচালনা করবে।

গত ২২-০৯-২০২৬ খ্রিঃ রোজ মঙ্গলবার আমেরিকার নিউইয়র্কে শুরু হয়েছে জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশন। বরাবরের মত এবারের অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন বিশ্বনেতারা। এবারের মূল বিতর্ক পর্বে রয়েছে যুদ্ধ, জলবায়ু ছাড়াও অনিয়ত্রিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা Gi ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার কমানো প্রসঙ্গে।

অনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পুরো মানবজাতির জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে, যা নতুন আশঙ্কার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে বিশ্বনেতাদের।

বাংলাদেশ বর্তমানে একটি স্বল্পোন্নত দেশ (LDC)। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভিশাপ থেকে মুক্তিপাক এটা আমাদের সকলের চাওয়া। অর এর ওপর দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।





# স্মৃতিময় বি. এল. কলেজ ও অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

মোঃ মেহেদী হাসান
জীবন সদস্য নং-৫০৮

দক্ষিণ বাংলার ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত সরকারি বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়; এটি জ্ঞানচর্চা, মানবিক মূল্যবোধ, মেধা ও মনন বিকাশ এবং সুনাগরিক গঠনের এক ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ। দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রতিষ্ঠান অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছে। তাঁদের অনেকে পরবর্তীকালে প্রশাসন, শিক্ষা, রাজনীতি, পেশাজীবী ও সমাজসেবাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

একটি জাতির উন্নতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে, চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করে এবং তাকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। সেই অর্থে বি. এল. কলেজের ভূমিকা শুধু পাঠ্যজ্ঞান প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, সহমর্মিতা ও দেশপ্রেমের শিক্ষা দিয়ে আসছে।

কবির সেই অমর আহ্বান-

"এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরিলে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন।"

জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, আর মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার কর্মে-এই উপলব্ধি আমাদের ছাত্রজীবনেও কোনো না কোনোভাবে অনুরণিত হয়েছে। তাই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের ঋণ শুধু ডিগ্রি অর্জনের নয়; তার চেয়েও বড় হলো মানুষ হয়ে ওঠার ঋণ।

**আমার বি. এল. কলেজ**

১৯৯২ সালে এসএসসিতে আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বি. এল. কলেজে এইচএসসিতে পড়ার সুযোগ পাই। ১৯৯৪ সালে এইচএসসিতে যখন মানবিক বিভাগে ৩৪% পাশের হারে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বাগেরহাট জেলায় গ্রামের বাড়ীতে যাই, তখন পিতা-মাতা বুকে আগলে মাথায় হাত রেখে অশ্রুশিক্ত বদনে মহান রবের কাছে প্রাণভরা আশির্বাদের দৃশ্য আজও আমাকে বিহ্বল করে তোলে। মানবিক বিভাগে এইচএসসি সম্পন্ন করার পর একই কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করি। পরবর্তীতে রাজধানীতে এসে এমবিএ, এলএলবি, আইটিপি, এনটিআরসিএ, ফার্মাসিস্ট ও সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ হয়েছে। কিন্তু আমার উচ্চশিক্ষার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সোপান হিসেবে বি. এল. কলেজের অবদান কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়।

কলেজের সবুজ-শ্যামল প্রাঙ্গণ, ভৈরব নদীর তীর, পরিচিত শ্রেণিকক্ষ, হলের জীবন, ক্যান্টিনের আড্ডা এবং শিক্ষকদের স্নেহ -সবকিছু আজও স্মৃতির পাতায় স্পষ্ট। শহীদ তিতুমীর হল, হাজী মহসীন হল, ড. জোহা হল, কাজী নজরুল ইসলাম হল ও মহিলা হলের শিক্ষার্থীদের ব্যস্ততা ছিল আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাসের জীবন্ত অংশ। ভোররাত পর্যন্ত পড়াশোনা, ক্যান্টিনে একসঙ্গে খাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড -এসব মিলিয়ে ছাত্রজীবন ছিল এক বর্ণিল অধ্যায়।

ভৈরবের তীরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প, ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখা, কখনো আনন্দ, কখনো অভিমান, কখনো বন্ধুত্বের গভীরতা -সব মিলিয়ে সেই দিনগুলো ছিল জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। সময় অনেক দূর এগিয়ে গেছে; আমরা সবাই জীবনের নানা ব্যস্ততায় ছড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু স্মৃতির দরজা খুললেই যেন আবার ফিরে পাই সেই তরুণ বয়স, সেই ক্যাম্পাস এবং সেই আপন মানুষগুলোকে।

কখনো কখনো মনে হয়, আমাদের ছাত্রজীবন ছিল শুধু পড়াশোনার সময় নয়; ছিল স্বপ্ন দেখার, বন্ধুত্ব গড়ার এবং জীবনকে আবিষ্কার করার সময়। সেই কারণেই আজও বি. এল. কলেজের নাম উচ্চারিত হলে মনের ভেতর এক অদ্ভুত আবেগ জেগে ওঠে।

**অ্যালামনাই: স্মৃতি থেকে বন্ধনে**

এই দীর্ঘ স্মৃতির ধারাবাহিকতায় প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের একত্রিত করার একটি অনন্য উদ্যোগ হলো বি. এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। ছাত্রজীবন শেষ হলেও কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক যেন শেষ না হয় -এই চেতনাই অ্যালামনাই সংগঠনের মূল শক্তি। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ, পারস্পরিক সহযোগিতা, কলেজের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের স্বপ্ন ও বিকাশের পেছনে অধ্যাপক হারুনুর রশীদ স্যার, রেজওয়ানুল হক স্যারসহ অনেক গুণী ও নিবেদিতপ্রাণ প্রাক্তন শিক্ষার্থীর অবদান স্মরণীয়। বিশেষ করে রেজওয়ানুল হক স্যারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অ্যালামনাই ভবন নির্মাণের জন্য স্থান সরকারি অনুমোদন লাভের বিষয়টি সংগঠনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একইভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব রেজানুল হক মানিকের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সংগঠনকে সক্রিয় ও গতিশীল রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

**ঢাকা শাখার পথচলা**



অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমে ঢাকা শাখার অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। শাখার প্রথম সভাপতি রেজওয়ানুল হক, সাবেক অতিরিক্ত সচিব, তাঁর নেতৃত্বে যে পথচলার সূচনা হয়েছিল, তা পরবর্তীতে অনেকের নিষ্ঠা ও শ্রমে সমৃদ্ধ হয়েছে।

এই ধারায় মোঃ আবু আবদুল্লাহ, মোঃ রাশেদ শামসুল করিম, মোঃ কামরুল ইসলাম, মোল্লা এনায়েত হোসেন ইনু, মোঃ আবুল বাশার কচি, মোঃ সালাউদ্দিন খান, এ. কে. মাসুদ (এডামস), হাবিবা খানম, অধ্যাপক ডা. শেখ নাজমুল হাসান এবং আরও অনেকে নিজেদের অবস্থান থেকে অবদান রেখেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভূমিকা ছিল ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য ছিল অভিন্ন- বি. এল. কলেজের ঐতিহ্যকে ধারণ করা এবং অ্যালামনাই পরিবারের বন্ধনকে শক্তিশালী করা।

কেউ সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেউ দীর্ঘদিন সদস্য সংগ্রহ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রেখেছেন; কেউ সভা ও অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন, কেউ প্রকাশনা ও স্মরণিকা তৈরিতে শ্রম দিয়েছেন। কেই নিজের কর্মস্থল ও ব্যক্তিগত সময় ব্যবহার করে সংগঠনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়েছেন। আবার কেউ মতামত, পরামর্শ ও সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছেন। এসব ছোট-বড় অবদানের সম্মিলিত ফলেই একটি সংগঠন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

**আমার অ্যালামনাই-অভিজ্ঞতা**

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততাও কম স্মৃতিময় নয়। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য এবং পরবর্তীতে ঢাকা শাখার কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছি। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বহু প্রাক্তন শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা, সংগঠনের প্রতি ভালোবাসা এবং বি. এল. কলেজকে ঘিরে স্মৃতিচারণ আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই সংগঠনের সভা, মতবিনিময়, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কার্যক্রম আমাকে একটি বিষয় গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়েছে -একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কখনো শুধু ছাত্রজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি প্রিয় প্রতিষ্ঠান মানুষের জীবনের অংশ হয়ে যায় এবং বহু বছর পরেও তার স্মৃতি মানুষকে একই বন্ধনে ফিরিয়ে আনে।

আজ আমরা বিভিন্ন পেশায়, বিভিন্ন শহরে, এমনকি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছি। কিন্তু বি. এল. কলেজ আমাদের একটি অভিন্ন পরিচয় দিয়েছে। সেই পরিচয় আমাদের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক তৈরি করেছে, যা সময় ও দূরত্ব অতিক্রম করে টিকে থাকে।

**স্মৃতির কাছে ফিরে দেখা**

আজ পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, আমাদের ছাত্রজীবন ছিল স্বপ্ন, বন্ধুত্ব, জ্ঞানচর্চা, আনন্দ ও আবেগের এক অপূর্ব সমন্বয়। তখন হয়তো বুঝিনি, জীবনের সেই সাধারণ দিনগুলো একদিন এত মূল্যবান হয়ে উঠবে।

ভৈরব নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ক্যাম্পাস, সবুজের মাঝে ছড়িয়ে থাকা ভবনগুলো, শ্রেণিকক্ষের ব্যস্ততা, বন্ধুদের হাসি, শিক্ষকদের কণ্ঠস্বর-সবকিছু যেন এখনো মনের ভেতর কথা বলে। সময় আমাদের অনেক দূরে নিয়ে গেছে, কিন্তু স্মৃতি আমাদের বারবার ফিরিয়ে আনে সেই প্রিয় ঠিকানায়।

কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে-

“সতত হে কলেজ তুমি পড় মোর মনে,
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।”

বি. এল. কলেজ আমার কাছে শুধু একটি কলেজের নাম নয়। এটি আমার জীবনের একটি অধ্যায়, আমার উচ্চশিক্ষার প্রথম বড় সোপান, আমার বন্ধুত্বের স্মৃতি এবং আমার পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার ব্যক্তিগত ঋণ যেমন আছে, তেমনি রয়েছে গভীর আবেগ ও কৃতজ্ঞতা।

**অমলিন থাকুক এই বন্ধন**

মানুষ একদিন চলে যায়, সময়ও একদিন থেমে যায়; কিন্তু একটি মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা যারা এই কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, আমাদের দায়িত্ব শুধু অতীতকে স্মরণ করা নয়; সেই ঐতিহ্যকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াও।

আমাদের প্রিয় বি. এল. কলেজ তার জ্ঞান, ঐতিহ্য ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে আরও এগিয়ে যাক। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন হয়ে উঠুক প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের আরও শক্তিশালী বন্ধনের কেন্দ্র। নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা এই প্রতিষ্ঠানের গৌরবকে ধারণ করে দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করুক-এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

আমি হয়তো কোনো একদিন এই নশ্বর পৃথিবীতে থাকব না। কিন্তু আমার প্রিয় বি. এল. কলেজ যেন চিরকাল তার আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকে; আগলে রাখে অনুজদের, স্মরণে রাখে অগ্রজদের এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে।

বি. এল. কলেজ আমাদের অতীতের গর্ব, বর্তমানের বন্ধন এবং ভবিষ্যতের প্রেরণা।

এই বন্ধন অটুট থাকুক।



# বিএল কলেজ এ্যালামনাই

## (সনেট)

**শরাফত হোসেন**

১৪-১০-২০২৬ খ্রিঃ

যেদিন ছেড়েছি তাঁরে বুঝেছি বেদনার ব্যঞ্জনা
প্রাণের বিএল কলেজ, বুকের মধ্যে গাঁথা পাথর
আজ অনুভবি সে যে মধুময়-স্মৃতির-আতর,
চঞ্চল ঠোঁটে উড়িয়ে এনেছে দুষ্টু পাখি খঞ্জনা !
কাছেদূরে থাকি যেথায় সে আমায় নিরন্তর টানে,
প্রধান ফটক পাশে হাস্না-হেনার শাখে জোনাকি
সন্ধ্যার-আঁধারে তারে ধরতে'-কি মধুর চালাকি,
নদীর মাঝির গান ভাটিয়ালী আজো জাগে প্রাণে !

রসিক-গম্ভীর কত যে বিচিত্র-শিক্ষকের ছায়া
জ্ঞানে পরশপাথর তাঁরা, বিলিয়ে গেছেন জ্যোতি
সে আলোয় হাতেহাতে গড়ি এ্যালামনাই- সম্প্রীতি
নিত্য বেঁচে থাক এই পরম্পরা, -সতীর্থের মায়া !
ঘাসফুল মুক্ত বায়ু গুরু, -সকলের কাছে ঋণী
আমি, অন্তিম মুহূর্তে মর্মে যেন স্নেহবাণী শুনি !



# বি.এল. কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, খুলনা
## B.L.COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION, KHULNA

নম্বর:

## সদস্যভুক্তির আবেদন পত্র

২ কপি ছবি

নাম (বাংলা):.....

**(English, in Capital):**.....

পিতার নাম:..... মাতার নাম:.....

যোগাযোগের ঠিকানা:.....

টেলিফোন/ মোবাইল:..... ই-মেইল:.....

| জন্ম তারিখ: | দিন | | মাস | | বছর | | | | বৈবাহিক অবস্থা ( ): | বিবাহিত | অবিবাহিত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

স্বামী/স্ত্রীর নাম: .....

বি.এল কলেজের ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে অর্জিত সার্টিফিকেট/ডিগ্রী:

| ইন্টারমিডিয়েট/উচ্চ মাধ্যমিক | স্নাতক (পাস/ সম্মান) | মাষ্টার্স | পাশের বছর:..... |
|---|---|---|---|

কর্মজীবনের বিবরণ:.....

জাতীয়/সামাজিক উন্নয়নে অবদান:.....

প্রকাশনা (যদি থাকে):.....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

প্রস্তাবকের নাম:..... সদস্য নম্বর:.....

সমর্থকের নামা :..... সদস্য নম্বর:.....

### অফিস ব্যবহারের জন্য

.....

| সদস্য ফি: | | রশিদ নম্বর: | | তারিখ: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

সদস্য নম্বর:

সভাপতির স্বাক্ষর:..... মহাসচিবের স্বাক্ষর:.....

# WITH THE BEST COMPLIMENTS OF BLC'92 BATCH TO

## B.L COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION, DHAKA BRANCH









**United**
**We Lead**
**The Future**

OLYMPUS

## EVIS X1 Endoscope System

## Endo-Ultrasound System

## Endoscope Accessories





## VISERA ELITE III
## Surgical 3D/4K/ICG
## Visualization Platform

- Laproscopy Machine
- Urology Instruments
- Shock Pluse Machine
- ENT (FOL) Instruments
- Gyne Instruments
- Diathermy/Blood Vessel Sealer


**Al-Fatah International**

Navana Zohura Square, Suite # 403, 4th Floor, 28 Kazi Nazrul Islam Avenue, Banglamotor, Dhaka-1000.
Tel: 880-2-55168066-69, E-mail: info@alfatah-bd.com, surgical.sales@alfatah-bd.com
Website: www.alfatahinternational.net



HA-MEEM GROUP

CHANNEL 24

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

Head Office: TML Building, 387, South Tejgaon I/A, Dhaka-1208.
Hunting: +88-09666779779
Website: www.hameemgroup.com